শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

242
11-242

স্বামী বিবেকানন্দের

ক্ষিপ্রলিপিকার

জে. জে. গুডউইন

PRESENTED

LIBRARY
No. ~~2882~~ 11
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

242

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

২/৬/৭

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষিপ্রলিপিকার

জে জে গুডউইন

PRESENTED

LIBRARY
No. ২২/২৪৯
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পাইন

সঙ্কলিত

প্রকাশক :
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটারি, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, কৃষ্ণা-নবমী—১৩৬৪
(গ্রন্থকারের ৮৯তম জন্মতিথিতে)

মুদ্রাকর :
শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জি
তারকনাথ প্রেস
২নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য—এক টাকা

২২/২৪২

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের অনুজ্ঞাক্রমে
এই গ্রন্থখানি
তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রী
শ্রীশ্যামাপদ পাল মহাশয়ের
সহধর্মিণী
শ্রীমতী শিবরাণী দেবীকে
উৎসর্গীকৃত হইল।

২২/২৪২

নিবেদন

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্ষিপ্রলিপিকার জে. জে. গুডউইন স্বামিজীর সংস্পর্শে আসেন এবং প্রকৃত কর্মযোগীর ন্যায় প্রায় তিন বৎসর অক্লান্তভাবে পরিশ্রম ক'রে তিনি অকালে যুবাবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন (২রা জুন, ১৮৯৮ খৃঃ)।

পূজনীয় লেখক মহাশয় গুডউইনের সহিত পরিচিত হন লণ্ডনে এবং অতি অল্পকালের ভিতরেই এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে (লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে গুডউইনের প্রসঙ্গ আমরা পাই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে। এই লেখাগুলি এক ক'রে যাতে একটি পুস্তিকা প্রচারিত হয় তার জন্য অনেকেই বিশেষভাবে আমাদের অনুরোধ জানান। পূজনীয় লেখক মহাশয়েরও বিশেষ ইচ্ছা ছিল যাতে গুডউইনের নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকাটি প্রকাশনের ব্যাপারে যাঁরা অর্থাদি ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

স্বামিজীর গ্রন্থাবলী যা আমরা পেয়েছি সেগুলির অধিকাংশই হ'ল গুডউইনের একান্ত নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই জন্যই স্বামিজী বলতেন, "গুডউইন আমার ডান হাত"। এই গুরুগত-প্রাণ গুডউইনের সম্বন্ধে পুস্তিকাটি প্রচার করতে পেরে আজ আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। ইতি—

৭ই আষাঢ়, ১৩৬৪
২২শে জুন, ১৯৫৭

শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

LIBRARY
Ac. No.
Shri Shri ...mayee Ashram
PRESENTED

প্রাগ্‌বাণী

আমেরিকায় স্বামিজী যেসব মূল্যবান বক্তৃতা দিতেন, সেইগুলি সেখানকার ভক্তরা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইংলণ্ডদেশীয় যুবক জে, জে, গুডউইন ক্ষিপ্রলিপিকাররূপে (Shorthand Writer) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই যুবক গুডউইন উত্তরকালে স্বামিজীর জীবনের সহিত কিরূপভাবে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর স্বামিজীর প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছিল, তাহারই কিছু কিছু নিদর্শন এই পুস্তিকায় পাওয়া যাইবে। যদিও গুডউইন একজন ইংরাজ, তথাপি স্বামিজীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, সেবাপরায়ণতা, তাঁহার চরিত্রের উদারতা, তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের প্রচেষ্টা ও সর্বোপরি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এস্থলে পাওয়া যাইবে।

গুডউইন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে যেখানে গুডউইন সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা সংকলন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার নির্দেশ দেন। তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে, গুডউইন সম্বন্ধে ভক্তমণ্ডলী কিছু জানুক। তাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁহার রচনাবলীর বিভিন্ন অংশ সংকলন করিয়া একত্রে সন্নিবেশ করার প্রয়াস পাইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে সকল স্থানে ক্রম বা পারম্পর্য রক্ষা করা কঠিন ; এরূপ ত্রুটি কোথাও লক্ষিত হইলে পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

শ্রদ্ধেয় লেখকের নিম্নলিখিত গ্রন্থ এবং "বীরবাণী" ও "ভারত" নামক মাসিক পত্রিকা (১৩৪৩ সালে প্রকাশিত) হইতে বিভিন্ন অংশ সংগৃহীত হইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (১ম ভাগ)
লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় ভাগ)
স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (৩য় ভাগ)

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ পাইন

১১/২৪২
BANARAS
PRESENTED

গুডউইন

আমেরিকায় স্বামিজীর বেশ একটি আত্মগোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল। তাহার ভিতর প্রধান কয়েকজনের নাম করা যাইতে পারে,—মিসেস্ লেগেট (Mrs. Leggett) ও তদ্‌ভগ্নী মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড (Miss Josephine Macleod), মিসেস্ সারা সি বুল (Mrs. Sara C. Bull), মিস্ ফারমার (Miss. Farmer) ইত্যাদি। স্বামিজী বলিতেন, "আমেরিকায় প্রথম এমনি এমনি বক্তৃতা দিতুম, কেই বা লেখে আর কেই বা খবর রাখে। অবশেষে সকলে জিদ করিল যে, এমন সব সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এগুলি লিখে রাখা ভাল।" সকলে স্থির করিলেন যে, একটি দ্রুতলিপিকার লেখকের প্রয়োজন ; সেইজন্য সংবাদপত্রে এক সংক্ষিপ্ত দ্রুতলিপি-লেখকের প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া অনেক ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎসঙ্গে ইংলণ্ডদেশীয় জে, জে, গুডউইন (J. J. Goodwin) নামক একটি যুবক কর্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটি চিকাগো (Chicago) সহরে বিদেশী, এবং কিছু রোজগার করিতে পারিলে তাঁহার দিনপাত হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বামিজী গুডউইনকে মনোনীত করিলেন। গুডউইন প্রথম কয়েক সপ্তাহ বৃত্তিভোগী হইয়া কর্ম করিয়াছিলেন। গুডউইনের প্রাণটা বড় উদার ছিল এবং স্বামিজীর প্রদত্ত বৃত্তি অপর লোক দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি বৃত্তি লইবার বাসনা ত্যাগ করিলেন এবং

আহ্লাদসহকারে স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত দ্রুতলিপি-লেখক হইলেন এবং পরে আত্মগোষ্ঠীর ভিতরও পরিগণিত হইলেন। এই যুবক গুডউইনই ভবিষ্যতে স্বামিজীর প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর একজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। স্বামিজী বলিতেন, "সে আমার বড় অনুগত। সেই থেকে গুডউইন আমার সঙ্গে রয়েছে, ও আমার ঢের কাজ করে, ও না থাকলে আমার বড় অসুবিধা হয়।"

গুডউইনের জীবনকথা—একদিন গুডউইন সারদানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। ফ্রোম (Froam) গ্রামে তাঁহাদের বাস। মারকুইস অফ বাথ (Marquis of Bath) এর প্রজা এবং তাঁহার বিধবা মা ও অবিবাহিতা দুই ভগিনী আছে। তাঁহারা কোন রকম করিয়া নিজেরাই খেটে চালান এবং গুডউইন কখন কিছু অর্থ পাইলে মাকে পাঠাইয়া দেন। গুডউইনের বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর। শর্টহ্যাণ্ড (Shorthand) তিনি ভাল জানেন। কাজ এক জায়গায় পাওয়া যায় না, সেইজন্য কখন ইংলণ্ডে, কখন আমেরিকায়, কখন অষ্ট্রেলিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। প্রত্যেক জায়গার গ্রাম্য ভাষা বেশ শিখিয়াছেন। গুডউইন আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার গ্রাম্য ভাষা বলিতে লাগিলেন। বর্তমান লেখক বলিলেন, "ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা স্বতন্ত্র ধাঁজ নিচ্ছে।" গুডউইন বলিলেন, "ইংরাজী ভাষা একই বটে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় একটু পৃথক্ হইয়াছে, আমেরিকায় স্পষ্টই পৃথক্ দেখা যায়, কানাডায়ও ঐরূপ হইয়াছে। তবে ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষা স্বতন্ত্ররূপ ধারণ

করবে, তার আর আশ্চর্য কি ?” দেশের আনুষঙ্গিক নানা কারণে ভাষা কিঞ্চিৎ বদলাইয়া যায়। গুডউইন অষ্ট্রেলিয়ার অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা সব বুঝা গেল না। আমেরিকারও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাও নূতন নূতন ঠেকিতে লাগিল।

গুডউইন বলিলেন, “আমি অনেক দেশ ঘুরিয়াছি, শুধু ভারতবর্ষে যাই নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় আসিবার সময় কলম্বো হ'য়ে এসেছি।” এই বলিয়া হর্ষিত হইয়া সারদানন্দ স্বামীকে বলিতে লাগিলেন, “একবার অষ্ট্রেলিয়া হ'তে জাহাজে ক'রে আসছি, জাহাজে কোন কাজকর্ম নাই। দিনই বা কাটাই কি ক'রে, রাতই বা কাটাই কি ক'রে! কি আর করি, নাচতে শুরু করলুম, অর্ধেক রাত্রি এই ক'রে কাটালুম। দিনের বেলা তাস খেলে বাজী ধ'রে অনেক টাকা হেরে গেলুম। এইরকম ক'রে তবে দিনরাত কাটাই।” এই কথা শুনিয়া সারদানন্দ স্বামী বর্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, “গুডউইন স্বামিজীর ভক্ত হইলেও ওর ইংরাজী ভাবটা বড়ই প্রবল; ক্রিকেট, ফুটবল খেলা একটা বাতিক, জুয়াখেলা ওর একটা নেশা। ইংরাজদের যেগুলি দোষ, ওর ভিতর সবগুলি রয়েছে।” গুডউইন সারদানন্দ স্বামীর কথা শুনিয়া বলিলেন, “আপনাদের ভাষায় বুঝি আমার নিন্দা করছেন ?” সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, “না, তোমার জুয়াখেলার কথা বলছি।”

গুডউইন বলিতে লাগিলেন, “একদিন এ্যাসল্ট এ্যাট আর্মস্ (Assault at arms) হবে। রাত্রে একদল ফৌজ

কেল্লা দখল করবে, আর একদল ফৌজ কেল্লা রক্ষা করবে। রাত্রে যখন ড্রাম বাজবে, তখন লড়াই সুরু হবে। আমরা করলুম কি, বাজী রেখে তাস খেলা সুরু করলুম। আমি তো ক্রমেই হারতে লাগলুম। এক, দুই, তিন ক'রে চল্লিশ পাউণ্ড হারলুম। ট্রেনে ক'রে ফিরে আসবার একটা পয়সা পর্যন্ত নাই। একজনের কাছ থেকে ধার ক'রে তবে ট্রেণের টিকিট কিনি। বাজী রেখে খেলা যেন আমার একটা নেশা, পকেটে টাকা থাকলে নিজেকে সামলাতে পারি না। তাহার পর রাত্রি দুটার সময় ড্রাম বাজল। সকলে তো তাস ছেড়ে লড়াই দেখতে গেলুম। আসল লড়াই যেরকম হয়, সেইরকমই হ'তে লাগল।”

স্বামিজী গুডউইনের জুয়া খেলায় হেরে যাবার কথা পূর্বেই জানতেন, সেইজন্য বলতেন, “ভুল ক'রে তোর নাম রেখেছিল গুডউইন (Goodwin), তোর নাম হচ্ছে ব্যাডউইন (Badwin)।” গুডউইন অমনি মাথা নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে বলতেন, “আই এ্যাম নট ব্যাডউইন, বাট আই এ্যাম গুডউইন, গুডউইন (I am not Badwin, but I am Goodwin, Goodwin).” স্বামিজী মৃদু হাসিয়া বলিতেন, “তুই হচ্ছিস জুয়াড়ে, তোর জুয়া খেলাই ধ্যেয়।”

জে. জে. গুডউইন বলিতেন যে আমেরিকাতে যেখানে যত সভা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ডেট্রয়েট নগরেতে সর্বাপেক্ষা বড় সভা হইয়াছিল। সেই সভাতে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার একসময়ে সমাবেশ হইয়াছিল এবং বক্তৃতাও খুব সুন্দর হইয়াছিল।

গীতা অধ্যয়নের ক্লাশ—স্বামিজী নিউইয়র্কে গীতা অধ্যয়নের একটি ক্লাশ খুলিলেন। এইস্থানে স্বামিজী নিয়মিতভাবে গীতা, রাজযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। প্রথম প্রথম তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মুখে মুখে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাহার কোন নকল থাকিত না। এইরূপে স্বামিজীর অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হইয়া যায়। স্বামিজী যেখানে যাইতেন, গুডউইন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। একদিনের জন্য তাঁহার কাছ ছাড়া হইতেন না। তিনি স্বামিজীর সহিত লণ্ডনে ছিলেন। স্বামিজীর মুখে প্রায়ই শুনা যাইত, "আমার বিশ্বস্ত গুডউইন।"

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামিজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রেডিং নগরে স্টার্ডির (Mr. E. T. Sturdy) বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ সেই সময় স্টার্ডির বাড়ীতে কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ মেনন নামক জনৈক মাদ্রাজী যুবক একদিন আসিয়া বর্তমান লেখককে বলিলেন, "স্টার্ডি লেডী মার্গুসনের (Lady Margesson) সজ্জিত বাড়ী ভাড়া করিবেন, লেডী মার্গুসন তাঁহার সন্তানাদি লইয়া কয়েকদিন অন্যত্র বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন।" স্বামিজী, সারদানন্দ স্বামী, বৃদ্ধা মিস্ হেনরিয়েটা মূলার (Miss Henrietta Muller) ও জে. জে. গুডউইন সকলে গিয়া লেডী মার্গুসনের বাড়ীতে (৬৩, সেণ্ট জর্জ রোড, লণ্ডন) বাস করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর বর্ণনা—বাড়ীটি ছিল পাঁচতলা। বাড়ীতে প্রথম

ঢুকিয়া একটি প্যাসেজ। তাহার পর ডানদিকে বৈঠকখানা ঘর, ভিতরদিকে যাইলে ছোট দুই একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের একটিতে স্বামিজী শয়ন করিতেন। দরজায় ঢুকিয়া ভিতর দিকে একটি কাঠের সিঁড়ি; সেইটি দিয়া দোতলায় যাওয়া যায়। কাঠের সিঁড়িতে খানিকটা উঠিয়া একটা বড় কাঠের ছাদ বা চাতাল। তাহার পর আবার উঠিয়া সম্মুখে একটি বড় ঘরে যাওয়া যায়। সেই ঘরটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত; এইটি ছিল লেকচার বা ড্রয়িং রুম। ঘরটিতে ঢুকিয়া অপর পার্শ্বে রাস্তার দিকে একটি টেবিল ও একটি চেয়ার থাকিত। সেইখানে দাঁড়াইয়া স্বামিজী বক্তৃতা করিতেন। স্বামিজীর দাঁড়াইবার স্থানের ডানদিকে ও আগন্তুকদিগের বাঁ দিকের দেওয়ালের মাঝখানে একটি আতশীখানা ছিল। সেই আতশীখানার রাস্তার দিকের কোণেতে দেওয়ালের দিকে টেবিল রাখিয়া ও ঘরের দিকে পিছন করিয়া গুডউইন ক্ষিপ্রলিপিতে সমস্ত লিখিয়া যাইতেন। কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আর একটি চাতাল দিয়া গেলে লেকচার ঘরের উপরে আর একটি ঘর ছিল। এই ঘরটিতে মিস্ মূলার বাস করিতেন। তাহার উপরের ঘরে দুই তিন জন শয়ন করিতে পারে এমন একটি লোহার খাটে বিছানা ছিল। ঘরের মাঝে একটি গোল টেবিল ও তিনখানি চেয়ার ও একটি আতশীখানা ছিল। রাস্তার দিকে দেওয়ালের নিকট cupboard বা টানাওয়ালা ছোট আলমারি ছিল। তাহার উপর আরসি চিরুণী থাকিত। এই ঘরের উপরে অর্থাৎ পাঁচতলায় একটা লম্বা টানা ঘর ছিল। ছাদটা দুদিকে গড়ান, ঘরটির মধ্যস্থানে

দাঁড়াইলে ছাদটা মাথায় ঠেকে না, কিন্তু ধারে যাইলে মাথায় ঠেকে। ইহাকে বলে গ্যারেট (Garret). আলোর জন্য মাঝে মাঝে ফোকর আছে। ঝি চাকরের কাপড়চোপড় এইখানে থাকে। একটি lumber room অর্থাৎ ভাঙ্গাচোরা জিনিষ রাখিবার ঘরও ছিল। বাঁদিকে সিঁড়ির নীচেতে অন্ধকার দিয়া গোটাকতক ধাপ নামিয়া মেঝের তলায় ঘর পাওয়া যায়। এই ঘরগুলি ভিতরকার উঠানের সহিত এক লেভেলের। তথায় রান্নাঘর ও আরও দুই তিনখানি ঘর ছিল। এই হইল সমস্ত বাড়ীর বর্ণনা।

উদারচরিত্র গুডউইন—রাত্রি নয়টার পর সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক চারিতলার ঘরটিতে শুইতে গেলেন। দু'জনে কাপড় ছাড়িয়া বিছানার কাপড় (Sleeping suit) পরিলেন। সারদানন্দ স্বামী নিরিবিলি পাইয়া লম্বা করিয়া পা ছড়াইয়া আলমারির সুমুখের গালিচার উপর বসিয়া বর্তমান লেখককে বলিলেন, "ওহে, একটু আরাম ক'রে বস। একটু পা ছড়িয়ে হাঁফ ছাড়ি।" সারদানন্দ স্বামী কথা বলিতেছেন, এমন সময় দরজায় টোকা মারার আওয়াজ হইল। সারদানন্দ স্বামীর আদেশ পাইয়া গুডউইন ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আতশীখানার নিকটে তাঁহার চামড়ার গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ ও আরও দুই তিনটি ছোট ব্যাগ রাখিলেন। সেই ব্যাগেতে তাঁহার সমস্ত জিনিষপত্তর থাকিত। গুডউইনের বয়স তখন তেইশ চব্বিশ বৎসর হইলেও বরাবর কষ্টে ও উদ্বেগে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তখন তাঁহার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর বয়স বলিয়া মনে হইত।

গুডউইনের প্রাণটি বড় সরল ও সরস ছিল। ব্যাগ হইতে তাঁহার sleeping suit ও আর দু-একটি জিনিষ বাহির করিয়া সারদানন্দ স্বামীর সহিত মিষ্টালাপ সুরু করিলেন। সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেইজন্য কাহারও সহিত ঝগড়া করিবার অবকাশ পান নাই। কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে না পারিলে তাঁহার মন সুস্থ থাকিত না। এক্ষণে সময় পাইয়া বেশ ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। তাহার পর গুডউইন তাঁহার জিনিষপত্তর লইয়া গ্যারেট ঘরে শুইতে গেলেন। গ্যারেট ঘরটি অনেকদিন ব্যবহার হয় নাই বলিয়া সেই ঘরে অনেক পিস্সু (flea) ছিল।

গুডউইনের রসিকতা—একদিন সকাল বেলা স্বামিজীর বক্তৃতা শেষ হইবার পর সকলেই খুব হর্ষিত ও প্রফুল্ল। গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী আহ্লাদে যেন অধীর হইয়াছেন। আগন্তুক ব্যক্তিরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চাতালের উপরে আসিলেন। বর্তমান লেখক পূর্বেই নামিয়া আসিয়া নীচে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উপরদিকে চাহিয়া দেখেন যে গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামী দুই মূর্তি স্কুলের বালকের মত খেলা করিতেছেন। গুডউইন সারদানন্দ স্বামীকে ধাক্কা দিতেছেন। ধাক্কা দিতে দিতে বলিতেছেন, “You Cooky Swami, you Devil Swami, Blacky Swami, you do not meditate, but close your eyes and think of your next meal. You meditate only upon your meal.” অর্থাৎ “রাঁধুনি স্বামী, দুষ্টু স্বামী, তুমি ধ্যান কর না, শুধু চোখ দু'টি বুঁজে খাবার কথা কেবল ভাব।” সেইদিন গুডউইন ও সারদানন্দ স্বামীর

22/248

আহ্লাদের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল। এমন সময় স্বামিজী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া পিছন দিক থেকে তাঁহাদের ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, “What are you doing, you two chaps ?” অর্থাৎ “দু'টো ছোঁড়ায় কি কর্চ্ছিস রে ?” স্বামীজীর কথা শুনিয়া দু'জনে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন এবং দৌড়াইয়া গিয়া নীচেকার ঘরে শান্তশিষ্ট বালকের মত বসিয়া রহিলেন—যেন কিছু জানেন না বা কিছু করেন নাই।

বর্তমান লেখকের তখন কোঁকড়ান কোঁকড়ান দাড়ি ছিল। ইংরেজদের দেশে ইহা অত্যন্ত অশোভন। স্বামিজী গুডউইনকে বলিলেন, “একে একটা নাপতের দোকানে নিয়ে গিয়ে দাড়িটা ছাঁটিয়ে আন”। গুডউইন তখন বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া অনতিদূরে বঙ্গার্ট্জ (Bongartz) নামক জার্মান নাপিতের দোকানে লইয়া গেলেন। নাপতে গুডউইনের কথামত দাড়ি ছুঁচালো বা ফ্রেঞ্চ ফ্যাসানে কাটিয়া দিল। গুডউইন যেরূপ ধমক দেন, তাহাতে বর্তমান লেখক তাঁহাকে কিছু বলিতে আর সাহস করিলেন না। অবশেষে কোঁকড়ান দাড়ি পরিত্যাগ করিয়া ছুঁচালো ছাগলদাড়ি লইয়া বর্তমান লেখক ফিরিয়া আসিলেন। স্বামিজী তো সেই দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন “আরে ছ্যাঃ, ঠিক চুনোগলির ফিরিঙ্গি হয়েছে।” অতি জঘন্য দেখিতে হইয়াছিল। তাহার দিন কতক পরেই Bongartz-এর দোকানে গিয়া বর্তমান লেখক দাড়ি মুড়াইয়া আসিলেন।

গুডউইন ও শরৎ মহারাজের ক্রিকেট খেলা দেখিতে যাওয়া—গুডউইন বিকেল বেলা সারদানন্দ স্বামীকে লইয়া

অনেকদূরে ক্রিকেট খেলা দেখিতে গেলেন। গুডউইন ইংরাজ, তাঁহার খেলাধুলায় ভারি আমোদ। সারদানন্দ স্বামীর ভাল লাগিতেছিল না, খাতিরে গেলেন এবং তাঁহার সঙ্গে একটি শিলিং মাত্র সম্বল ছিল। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার সময় তু'জনায় ফিরিয়া আসিলেন। গুডউইন বাসভাড়া দিয়াছিলেন। সারদানন্দ স্বামী তখন পকেট হইতে শিলিং বাহির করিয়া ব্যাঙের আধুলির অভিনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। গল্পটা তত যুৎসই বলিতে পারিলেন না এবং গুডউইনের তাহা ভাল লাগিল না। সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন যে তাঁহার ক্রিকেট খেলা তত ভাল লাগে না। "ক্রিকেট খেলা দেখে কি আমি স্বর্গে যাব?" বর্তমান লেখক চট ক'রে বলিয়া ফেলিলেন, "স্বর্গে যেতে হয় on the top of a bus অর্থাৎ বাসগাড়ীর উপরের ছাদে ব'সে গেলে স্বর্গ হয়।" গুডউইন সেই শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠিক বলেছ, বাসগাড়ীর ছাদে ব'সেই তো স্বর্গে যেতে হয়।" বাসগাড়ীর ভিতরের গদিগুলি বেশ মখমল্ দেওয়া এবং ভিতরে তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ। এইজন্য মেয়েরা এবং যে সব পুরুষ তামাক খাইবেন না বা সিগারেট টানিবেন না, তাঁহারা ভিতরে বসিয়া থাকেন। কিন্তু পুরুষেরা ছাদের উপর এক এক টুকরা অয়েলক্লথ উরু পর্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া pipe বা সিগারেট টানিতে টানিতে মজা করিয়া বসিয়া চারদিকে দেখিতে দেখিতে যায়। বৃষ্টি হইলে ছাতা খুলিয়া মাথায় দেয়। বাসগাড়ীর ছাদটি বড় আরামের স্থান, তাই গুডউইন এত আহ্লাদ করিয়াছিলেন।

LIBRARY No. Shri Shri

স্বামিজীর আমেরিকার বক্তৃতা ছাপাইবার কথা—আমেরিকাতে স্বামিজী যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, গুডউইন ক্ষিপ্রলিপিতে তাহার অনেক লিখিয়া লইয়াছিলেন। সেইগুলি ছাপাইবার কথাবার্তা হইতে লাগিল। গুডউইন সময় পাইলেই আপনার নোট বই হইতে প্রচলিত অক্ষরে লিখিয়া ফেলিতেন এবং ছাপাইবার চেষ্টা করিতেন। এবিষয়ে স্টার্ডি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং মিস্ মূলার ও অপরে অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সিটি অব লণ্ডনে (সম্ভবতঃ কুইন ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে স্যালভেসন্ আর্মি (Salvation Army)দের একটি বড় কার্যালয় ছিল। গুডউইন একদিন বর্তমান লেখককে বলিলেন, "চল, দু'জনে ছাপাখানায় যাই।" গুডউইন ও বর্তমান লেখক দু'জনে দুই মাইল দূরে স্যালভেসন আর্মিদের ছাপাখানায় গেলেন। গুডউইন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্তমান লেখককে সেই বাটীর সমস্ত অংশ দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক, ছাপাখানা, জুতার কারখানা প্রভৃতি অনেক প্রকার কার্যের কারখানা বর্তমান লেখক দেখিলেন। তাহার পর প্রুফসিট হাতে লইয়া পুনরায় দু'জনায় বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিলেন।

চেরিফল খাওয়া—রাস্তায় কাগজের বগলী করিয়া চেরিফল বিক্রয় হইতেছিল, তখন সবে নূতন উঠিয়াছে। এক পেনী করিয়া প্যাকেট, দু'জনায় দুই প্যাকেট কিনিয়া লইলেন। গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "ইংলিশ চেরি সবদেশের চেয়ে ভাল, খাও খাও।" কাশ্মীরে এই চেরিকে গিল্আস্ বলে এবং

পারস্য দেশেও ঐ শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। হিমালয়ের স্থানে স্থানে ইহাকে পাহাড়ী কুল বলিয়া একটা নাম করিয়া লইয়াছে। তাহার পর উভয়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও মিষ্টার ফক্স (Mr. John P. Fox) বসিয়াছিলেন। বাড়ীতে একজন বুড়ী ঝি বা হাউস-কিপার ছিল। সে চা লইয়া আসিল। গুডউইন কর্তা হইয়া সকলের বাটিতে চা ঢালিয়া দিলেন। সকলেই চা ও রুটি ছু' টুকরা করিয়া খাইলেন। চা পান করিয়া টেবিলের একদিকে বসিয়া গুডউইন তাঁহার প্রুফসিট দেখিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী, ফক্স ও বর্তমান লেখক তিনজনে দেওয়ালের দিকে পিছন করিয়া আমেরিকা ও ভারত-বর্ষের নানা কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। স্বামিজী কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, একেবারে রাত্রির আহারের পর আসিলেন। গুডউইনই তখন বাড়ীর মালিক, স্বামিজী না থাকায় তিনি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন, কিন্তু স্বামিজী ফিরে আসায় আবার জড়সড় হইয়া রহিলেন।

স্টার্ডি ও মিস্ মূলার নিরামিষভোজী, সেইজন্য বাড়ীতে মাছ-মাংস কিছুই প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ফক্স মাংসাহারী, সেইজন্য বাহিরে খাইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর তিনজনে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। গুডউইনের কাজ শেষ হইয়াছে, তাই তাহার ভারি স্ফূর্তি। টেবিলটা সরাইয়া দিয়া মেঝেতে খানিকটা ফাঁকা জায়গা করিলেন, তাহার পর মেঝেতে নাচিতে সুরু করিলেন। সারদানন্দ স্বামীর সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি ও আপোসে গালমন্দ হইতে লাগিল। তাহার পর গান গাহিতে

শ্রী[illegible] সরকার

সুরু করিলেন। গুডউইন মাঝে মাঝে নিজে একটা সিগারেট লইতেছেন, আর একটা সারদানন্দ স্বামীর মুখে দিয়া বলিতেছেন, "খা, খা, স্ফূর্তি কর, সারাদিন খাটতে হয়, স্ফূর্তি না করলে চল্‌বে কি ক'রে?" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "দেখ, ইংরাজ জাতির কি পরিশ্রম করিবার শক্তি। এই গুডউইন সমস্ত শহর ঘুরেছে, প্রুফসিট দেখেছে, আবার এখন কি নাচ দেখ। এত পরিশ্রম না করিলে কি এই জাতটা উঠেছে!"

স্বামিজীর হাস্যরসিকতা—রাত্রের বক্তৃতার পর স্বামিজী কখনও বা স্টার্ডিকে, কখনও বা গুডউইনকে লইয়া খানিকক্ষণ রাস্তায় বেড়াইয়া আসিতেন। স্বামিজী পূর্বরাত্রে কোথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, আসিতে রাত্রি হইয়াছিল। বক্তৃতার দিন নয়, সেইজন্য তিনি একটু বেলা পর্যন্ত বিছানায় ছিলেন। সকলের প্রাতঃ ভোজন সমাপ্ত হইলে স্বামিজী ড্রেসিং গাউন বা কোমরে দড়িবাঁধা লম্বা বনাতের জামা পরিয়া পায়ে পাতলা কাল চামড়ার জুতা পরিয়া একা খাইতে বসিলেন। স্টার্ডি, গুডউইন, সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক দেওয়ালের নিকট চেয়ারে বসিয়াছিলেন। গুডউইন গোঁফ কামাইতেন। প্রায় দু'সপ্তাহ গোঁফ কামান নাই, তাই একটু একটু গোঁফ উঠিয়াছে। গুডউইন গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, "A painter will give me ten pounds to make this a model অর্থাৎ চিত্রকরেরা আমার গোঁফজোড়াকে মডেল বা আদর্শ করিবার জন্য দশ পাউণ্ড আমায় দিবে।" স্বামিজী কৌতুকভাবে গুডউইনের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া চট্ করিয়া

বলিয়া উঠিলেন, "Yes, it would be a pair of very nice broom, অর্থাৎ হ্যাঁ, একজোড়া ঝাঁটার বেশ নমুনা হইতে পারে।" সেই কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল ও গুডউইন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। স্টার্ডি খুব প্রফুল্ল। সে বলিল, "আমি যখন স্কুলে পড়িতাম, সেই সময় একটি মাষ্টার একটি ছেলের হাতে বেত মারিয়াছিল। বালকটি এত তেজী ও নির্ভীক ছিল যে সে হাত সরাইল না। ছাত্রটির হাত দিয়া রক্ত পড়িল। সেই পর্যন্ত I become awfully angry when I see a man beating a boy অর্থাৎ একটি লোক যদি ছোট ছেলেকে মারে তাহ'লে আমার ভারি রাগ হয়।" এই বলিয়া স্টার্ডি ক্ষান্ত হইলেন। গুডউইন প্রফুল্ল, কিছু বলিতে হইবে, কিন্তু কি বলিবেন, তা মাথায় ছিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Yes, Mr. Sturdy, I too become awfully angry when I see a man beating a donkey অর্থাৎ যখন কোন মানুষ গাধাকে মারে, তখন আমি ভয়ানক রাগিয়া যাই।" গুডউইন যেমন এই কথা বলিয়াছেন, স্বামিজী ব্যঙ্গচ্ছলে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, অমনি বলিলেন, "Yes, because it rouses your fellow feelings অর্থাৎ ঠিক বলেছিস্, গাধাকে মারলে তোর স্বশ্রেণীর প্রেম উথলে উঠে, তাইতে তোর এতো রাগ হয়।" সেই শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং গুডউইন অপ্রতিভ হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন।

গুডউইনের স্বজাতিপ্রীতি—বেলা এগারটার সময় গুডউইন সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে

বাহির হইলেন। চেরিংক্রসে (Charing Cross) কিগেন পল (Kegan Paul) পুস্তকের দোকানে যাইবার কথাবার্তা হইল। কারণ লণ্ডনে স্বামিজীর প্রথম ছাপা বইগুলি কিগেন পল বাহির করিয়াছিল। কিগেন পলের দোকান হইতে গুডউইন নানা স্থান ঘুরিয়া সেণ্ট জেমস্ প্যালেসের দরজা দিয়া আসিতে লাগিলেন। দরজায় গ্রীনেডিয়ার গার্ড (Grenadier Guard) অর্থাৎ যাহাদের মাথায় ভালুকের মত চামড়ার টুপি থাকে তাহারা পাহারা দিতেছিল। হঠাৎ সিপাই-এর সম্মুখে পড়াতে সারদানন্দ স্বামী একটু ত্রস্ত হইয়া কয়েক পদ হটিয়া আসিলেন। সেই দেখিয়া গুডউইন হাস্যকৌতুক করিয়া বলিলেন, "Oh Devil, you are scared to death অর্থাৎ একটা সিপাই দেখিয়া যে ভয়ে ম'রে যাচ্ছিলে!" তাহার পর হাইডপার্ক ও অপর অপর স্থান দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "This is our national property অর্থাৎ আমাদের জাতের এই সম্পত্তি।" চেরিংক্রসে "নেলসন কলাম" দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "This is our national column." গুডউইনের মুখে অনবরত এই national (জাতীয়) কথাটি এমন শুনাইতে লাগিল যে সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক উভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুডউইন যেন বুক ফুলাইয়া কথা বলিতে লাগিলেন।

মটর ডাল খাওয়া—তাহার পর তিনজনে বাড়ী ফিরিলেন। দু'টি ভাত এবং ওলন্দা কড়ায়ের মটর ডাল হইয়াছিল। ডালেতে একটু কারি পাউডার ও নুন দিয়া সিদ্ধ করিয়া একটু মাখন দেওয়া

হইয়াছিল। গুডউইনের মটর ডাল খাইয়া মহা আহ্লাদ। গুডউইন আহ্লাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এরকম জিনিষ খাইয়া সারা জীবন থাকিতে পারি, আহা কি সুন্দর জিনিষ!"

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবি দেখিতে যাওয়া—একদিন সকাল বেলা গুডউইন সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখককে 'ওয়েষ্ট মিনষ্টার এ্যাবি' দেখাইতে লইয়া গেলেন। পাথরের প্রাচীন বাড়ী, অনেক জায়গায় দেখিতে অন্ধকার এবং স্থানে স্থানে পাথরে মরিচা ধরিয়াছে। তথায় বড় বড় লোকের সমাধি আছে। অবশেষে অভিষেক-সিংহাসনের কাছে লইয়া গেলেন। গুডউইন টুপি খুলিয়া প্রণাম করিলেন এবং তৎসঙ্গে সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখকও প্রণাম করিলেন। তাহার পর উইলিয়ম দি ফার্ষ্ট (William I) এর দরবার ঘর দেখাইতে লইয়া গেলেন। গুডউইন সেখানে নিজের জাতের গৌরব করিয়া বুক ফুলাইয়া নানা কথা কহিতে লাগিলেন। গুডউইনের জাতিগত গর্বকথা শুনিয়া সঙ্গী দুইজনের একদিকে যেমন আহ্লাদ হইতে লাগিল, তেমনি অন্যদিকে নিজেদের হীন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ আসিতে লাগিল। তাহার পর তিনজনে নানাদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গুডউইন বলিলেন, "প্রত্যেক লম্বা লম্বা পাথরের টালির নীচে কাহারও না কাহারও সমাধি আছে।" অপরের মৃতদেহের উপর জুতা পায়ে দাঁড়ান হইয়াছে, সেইজন্য সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক সঙ্কুচিত হইয়া পিছু হটিয়া আসিলেন।

সেই দেখিয়া গুডউইন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "Oh you superstitious Hindus, এতে হোয়েছে কি? এখানে তো সব পাথরের নীচেই, সব মাটির নীচেই এইরূপ অস্থি আছে। ওতে কি হোয়েছে? আমরা ওসব কিছু মানি না।" যাহা হউক এই সামান্য কথাটিতে জাতিগতভাব বেশ প্রকাশ পাইল। সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক গুডউইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "ও কি কথা, আমরা মৃত ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকি।"

স্ট্রবেরি খাওয়া—গুডউইন তাঁহার স্বজাতির প্রত্যেক জিনিষকে ভালবাসিতেন। গুডউইন বর্তমান লেখককে বলিলেন, "Strawberry খাও, বড় সুন্দর, ইংরাজী ফল, বড় ভাল জিনিষ।" বর্তমান লেখক অগত্যা অনিচ্ছায় দু একটি খাইলেন, বিশেষ কিছু ভাল লাগিল না, সেইজন্য আর হাত বাড়াইলেন না। গুডউইন সেই দেখিয়া চটিয়া গিয়া বলিলেন, "অমন ক'রে কি খায়, গুঁড়ো চিনিতে জুবড়ে খেতে হয়।" বর্তমান লেখক অগত্যা তাই করিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় রে কপাল, যে জিব আম খায়, সেই জিব কি না বুনো গুড়মাখানি খাচ্ছে! গুডউইন কিন্তু চিনি দিয়া সেই স্ট্রবেরিগুলি আহ্লাদ করিয়া খাইতে লাগিলেন।

আনারস খাওয়া—উইলিয়ম হুইটলির (William Whitley) দোকান হইতে বেলা একটা বা দেড়টার সময় একজন চাকর আসিয়া নিত্য উৎকৃষ্ট ফল দিয়া যাইত। একদিন একটা আনারস দিয়া গেল। স্বামিজী আনারস দেখিয়া বড়ই

আনন্দিত হইলেন। গুডউইন তাড়াতাড়ি ছুরী লইয়া আনারস ছাড়াইতে গেলেন,কিন্তু কোন্‌দিক হইতে বা কি প্রকারে ছাড়াইতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। সেইজন্য একটু গোলযোগ করিয়া ফেলিলেন। স্বামিজী তখন ছুরীখানা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া নিজেই ছাড়াইতে লাগিলেন। গুডউইন তখন ছাড়াইবার প্রণালী বুঝিয়া লইলেন এবং স্বামিজীর হাত হইতে ছুরীটা লইয়া নিজেই যতটা সম্ভব ছাড়াইতে লাগিলেন। স্বামিজী মুখে মুখে সব বলিয়া দিতে লাগিলেন। সব টুকরা টুকরা করিয়া গুঁড়ো চিনি দিয়া ছোট ছোট থালায় করিয়া গুডউইন সকলকে দিলেন। আনারস খাইয়া তো গুডউইনের মহা আনন্দ। ভারতবর্ষে এমন জিনিষ যে আছে, তাহা তাঁহার কল্পনায় ছিল না।

লণ্ডনে লেকচার—লণ্ডনে ক্লাশ লেকচার খুব জমিয়াছে, এইজন্য বৈকালবেলা পাবলিক লেকচারের বন্দোবস্ত হইল পিকাডিলি (Piccadilly) নামক স্থানে রয়েল ইনষ্টিটিউটের ওয়াটার পেণ্টিং গ্যালারিতে (Royal Institute of Painters in water colour)। বাড়ীর উপরকার হল রবিবারের বক্তৃতার জন্য ভাড়া লওয়া হইল এবং সকলকে জানাইবার জন্য প্রত্যেক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাদ্রীদের কাগজে রটিল যে ভারতবর্ষ হইতে একজন নাস্তিক ধর্মপ্রচার করিতে এখানে আসিয়াছেন। সংবাদপত্রে পাদ্রীদের বিশেষ প্রভাব, সেইজন্য সাধারণেও সেইরূপ বুঝিল। শুক্রবার বা শনিবার সন্ধ্যাকালে গুডউইন ছোট ছোট কাগজে নোটিশ লিখিয়া প্রত্যেক সংবাদপত্রে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করিতেন। যথা সময়ে

সেই সকল পাঠাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু রবিবারের সংবাদ পত্রে তাহার কোন উল্লেখ বাহির হইত না। গুডউইনও তেমনি একগুঁয়ে, তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে যথাসময়ে পুর্জা লিখিয়া সমস্ত সংবাদপত্রে পাঠাইতেন। কিন্তু চার্চ নিউজের সংবাদ স্তম্ভে তাহার কোন উল্লেখ থাকিত না।

পাদ্রীর গির্জায় গুডউইন—গুডউইন খবর পাইলেন যে রিজেণ্ট পার্কের (Regent Park) নিকট এক উচ্চ শ্রেণীর পাদ্রী গির্জাতে হিন্দুভাব বা স্বামিজীর কথা লইয়া বক্তৃতা দিবেন। এই পাদ্রী নিজের স্ত্রী ও কন্যা লইয়া সন্ধ্যার বক্তৃতায় প্রত্যহ আসিতেন ও স্বামিজীকে বিশেব সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ফক্স এই পাদ্রীর নাম উচ্চারণ করিলেন "হাউইস", স্বামিজী সংশোধন করিয়া বলিলেন, "হাউয়ে" (Haweis)। পরদিন প্রাতঃ আহারের পর গুডউইন কথা তুলিলেন যে সারদানন্দ স্বামী, ফক্স, বর্তমান লেখক ও নিজে এই চারিজনে মিলিয়া ঐ পাদ্রীর বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন। স্বামিজী এই কথাতে প্রথমে সম্মত হইলেন। তাহার একটু পরে গুডউইন বিবেচনা করিয়া বলিলেন যে সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখকের গিয়া কাজ নাই, তাঁহার সঙ্গে ফক্স গেলেই হইবে। কারণ, দু'টি ভারতবাসীকে দেখিলে অনেকেই অনুমান করিবেন যে অদ্য স্বামিজীর বিষয় কি বলা হয়, তাহাই শুনিবার জন্য ইহারা আসিয়াছে। ফক্স যাইতে পারিলেন না, গুডউইন একাই গেলেন। বক্তৃতা শুনিয়া আসিয়া গুডউইন বলিতে লাগিলেন,"কেমন লেকচার দিলেন, ব্যাকৃটি এণ্ড ব্যাকৃটো (ভক্তি ও ভক্ত)।" পাদ্রী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিল, "এই

ভাবটি হইতেছে ভারতবর্ষের। বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে যে স্বামী বিবেকানন্দ আসিয়াছেন, তিনি এই ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ভাবটি তিনি স্বামিজীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। খৃষ্টান ধর্মে এই ভাবটি প্রবেশ করিলে বিশেষ শুভকর হইবে ইত্যাদি।” গুডউইন অনেকক্ষণ ধরিয়া “ব্যাকৃটি ও ব্যাকৃটো” কথাটি লইয়া হাস্যকৌতুক করিতে লাগিলেন। কিন্তু লেকচার শুনিয়া যে খুব খুসী হইয়াছিলেন, তাহা বারংবার বলিতে লাগিলেন।

রবিবার বেলা চারটা বাজিলে সকলেই পিকাডিলিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বক্তৃতার স্থান হইতেছে—লম্বা একটি হল ঘর, তাহাতে চার পাঁচ শ লোকের স্থান হইতে পারে। স্টার্ডি কাঠের প্ল্যাটফরমে দাঁড়াইয়া যে বিষয়ে বক্তৃতা হইবে ও স্বামিজীর বিষয় দু এক মিনিট সকলকে বলিয়া নামিয়া আসিলেন। স্বামিজী তাহার পর উঠিলেন। গুডউইন ইতিমধ্যে কোন্ বিষয়ে লেকচার হইবে তাহা স্বামিজীর কাণে কাণে বলিয়া দিলেন। কারণ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা হইবে এবং গুডউইন সাধারণের নিকট কোন্ বিষয়ের লেকচারের কথা প্রচার করিয়াছেন, স্বামিজীর তাহা কিছুই স্মরণ থাকিত না। পূর্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া বা বক্তৃতা তৈয়ারী করিয়া বলা স্বামিজীর অভ্যাস ছিল না।

বক্তৃতার পর স্বামিজীর অবস্থা—অনেক সময় দেখা যাইত যে স্বামিজী platform হইতে অবতরণ করিলে গুডউইন নিকটে গমন করিতেন এবং তখন তিনি তাহাকে সকরুণ ও

ভয়বিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন, "গুডউইন, আমি পাগল, আমার মাথার ঠিক নেই! আমি দেখি যে আমার সাম্‌নে কি একটা হাওয়ার ভেতর দাঁড়ায়; আমি সেটাকে দেখি ও বড় বড়্ ক'রে ব'কে যাই, মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি না। লোকেরাও আমায় পাগল ব'লে চিনতে পারে নি। কি জান, আমি ভারতবাসী আর এরা ইংরাজ—আমাদের বিজয়ী জাত। তুমি একটু সাবধান ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো, নইলে পাগল ব'লে টের পেলে এরা রাস্তায় আমায় ঢিল মারবে।" এইরূপ বালকের মত সকরুণ কাতরোক্তি করিতেন। প্রদীপ্ত শক্তিমান স্বামিজীর মুখের প্রতি ক্ষণিক বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করিয়া গুডউইন সাহ্লাদে বলিতেন, "স্বামিজী! আজ আপনি বড় সুন্দর কথা বলেছেন।" বালকের মত তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিতেন "কি কথা? কি কথা?" গুডউইন তখন তাঁহাকে সেইদিনের লেকচারে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেন। তিনি অবাক হইয়া বলিতেন—"এর মানে কি?" অর্থটা বুঝাইয়া দিলে গুডউইনকে তিনি বলিতেন—"এ সব লিখে রেখে দাও। আমার বেশ লাগছে।" শিশু যুবক কোন উচ্চ ভাবের কথা শ্রবণ করিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, স্বামিজীও সেইরূপ হইতেন।

তুখচেটেমিতে স্বামিজীর বিরক্তি—স্বামিজী ঠেসান দিয়া বেতের চেয়ারটিতে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া এক একবার তামাক টানছেন; আবার খানিক পরে বিরক্ত হ'য়ে উঠে ফেণ্ডারে (fender) পাইপটা ঝেড়ে আসছেন, অর্থাৎ তামাক খেয়ে কিছুই সুখ হোচ্ছে না। বার কয়েক এইরূপ করিবার পর একেবারে

চটিয়া গিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে ফেণ্ডারে থুথু ফেলিতেছেন। তাহারপর গুডউইনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দেখ গুডউইন, স্টার্ডিটা বড় তুখচেটে। সস্তায় পেয়েছে, তাই খানিকটা রদ্দি তামাক এনেছে। না স্বাদ, না গন্ধ। এই তামাক তো টানা যায় না বাপু। এই তামাকগুলি ফেলে দিয়ে, যা তুই বাপু কিছু ভাল তামাক নিয়ে আয় তো! আমায় সারাদিন খাটতে হবে, ভাবতে হবে, একটু তামাক খাব, তাও হবে না। এই তুখচেটের হাতে প'ড়ে আমার প্রাণটা গেল” ইত্যাদি অনেকক্ষণ বলিতে লাগিলেন। গুডউইন একটু পরে কিছু ভাল তামাক আনিয়া দিলেন।

গুডউইনের সেবাপরায়ণতা—সারদানন্দ স্বামী, গুডউইন ও বর্তমান লেখক আহার করিতে বসিলেন। স্বামিজী তু চার চামচ খাইয়াছেন, এমন সময় গুডউইনকে বলিলেন, “গুডউইন, ডায়েরিটা দেখ তো, আজ কোন engagement আছে কি না?” গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া ডায়েরিটা খুলিয়া দেখিলেন যে ঠিক সেই সময় পার্ক লেনে এক ডিউকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। স্বামিজী ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন যে নির্ধারিত সময়ের আর মিনিট দশেক বাকী আছে। তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলেই আহার ত্যাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যে কাপড় বদলাইতে হইবে, জুতা বদলাইতে হইবে, গাড়ী ডাকিতে হইবে এবং সেখানে পৌছিতে হইবে। স্বামিজী তো তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া সার্ট, কলার, ভেষ্ট ইত্যাদি পরিলেন। যে জুতা পায়ে ছিল, তাহা ছাড়িয়া বুট জুতা

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

পরিলেন। কিন্তু এত চঞ্চল হইয়াছিলেন যে বুটের ফিতা বাঁধিতে পারিতেছিলেন না এবং ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন "কি হবে রে গুডউইন, আমি যে পাচ্ছি না, তুই সব ঠিক ক'রে দে।" গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া বুটের ফিতাটা বাঁধিয়া দিলেন। এমন সময় স্বামিজী বলিলেন, "ওরে মাথার টুপিটা আনতে ভুলে গেছি।" গুডউইন দৌড়িয়া গিয়া টুপিটা লইয়া আসিলেন। আবার খানিকক্ষণ পরে স্বামিজী বলিলেন, "ওরে ছড়িটা আনতে ভুলে গেছি।" গুডউইন তাড়াতাড়ি গিয়া আবার ছড়িটা লইয়া আসিলেন। আবার বলিলেন, "সিগারেট দে।" গুডউইন নিজের পকেট হইতে তামাক ও কাগজ বাহির করিয়া অভ্যাসবশতঃ নিজের মুখের কাছে লইয়া গেলেন। জিভের লালা দিয়া কাগজটা আঁটিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় স্বামিজী বলিলেন, "ওরে থুথু দিস্ না, থুথু দিলে ব্যামো হয়, অমনি দে।" গুডউইন অপ্রস্তুত হইয়া সিগারেটটা স্বামিজীর হাতে দিলেন। স্বামিজী নিজে জিভের লালা দিয়া সিগারেটটা পাকাইয়া মুখে দিলেন ও গুডউইন পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া কাঠি জ্বালাইয়া আগাইয়া দিলেন। স্বামিজী দু এক টান টানিয়া বলিলেন, "ওরে একটা গাড়ী ডেকে দে।" গুডউইন দৌড়াইয়া একটা হ্যান্স্যাম (Hansom) গাড়ী ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। সময় মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী আছে। গাড়োয়ানকে পার্ক লেনের বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিয়া বলিলেন, "তোমার যা ভাড়া, তা তুমি পাবে, আর তুমি ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে কিছু বকসিস পাবে। তুমি গাড়ী উড়াইয়া লইয়া যাও।" এমন

সময় স্বামিজী পকেটে হাত দিয়া বলিলেন, “ও গুডউইন, পকেটে যে কিছু নাই।” গুডউইন তখন আবার পাঁচ পাউণ্ড আনিয়া দিলেন।

এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতে দু-তিন মিনিট লাগিয়াছিল, গুডউইন এই অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ করিয়াছিলেন ; যেন চরকীর কলের মত ঘুরিয়াছিলেন। স্বামিজী চলিয়া যাইবার পর পুনরায় সকলে আহার করিতে বসিলেন। গুডউইন দু এক চামচ মটর ডাল খাইয়া বলিতে লাগিলেন, “কি সুস্বাদু জিনিষ! কি সুন্দর জিনিষ! আমি ইহা খাইয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি” এই বলিয়া নানা প্রকার মুখভঙ্গী ও মস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক গুডউইনের ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক কলিকাতার ম্যালেরিয়া জ্বরে দেড় বা দুই বৎসর ভুগিতেছিলেন। দু’জনাই উপরকার ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছেন। দুজনারই জ্বর। সারদানন্দ স্বামীর জ্বর অত্যধিক। স্বামিজী মাঝে মাঝে গুডউইনকে উপরে দেখিতে পাঠাইয়া দিতেছেন এবং গুডউইন আসিয়া দুধ সাগু ইত্যাদি খাওয়াইয়া যাইতেছিলেন।

ডেট্রয়েটে বক্তৃতা—একদিন প্রাতর্ভোজনের পর স্বামিজী আপনার চেয়ারে বসিয়া আছেন। গুডউইন ও বর্তমান লেখক দেওয়ালের নিকট চেয়ারে বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে আমেরিকার কথা উঠিল। গুডউইন বলিলেন, “ডেট্রয়েটে (Detroit) আমাদের যা সভা হয়েছিল, সে সবার চেয়ে বড়,

প্রায় ছয় হাজার লোক সমাগম হইয়াছিল। সেদিন আপনার (স্বামিজীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অমানুষিক শক্তিতে কথা বাহির হইয়াছিল। আমি সেদিন আনন্দে পাগল হ'য়ে গিয়েছিলুম।” স্বামিজী বলিতে লাগিলেন, “আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারে কে কে সহায় হবে?” গুডউইন বলিলেন, “আমেরিকায় যে বড়-লোকগুলো সভায় আস্‌তো, আমি তাদের আঙ্গুলে গুণতে পারি।” আমেরিকার অনেক বিশিষ্ট লোকের নাম উল্লেখ করিয়া কে কে সহায় হইবে এবং কে কে সহায় হইবে না, সেই সকল বিষয় কথাবার্তা হইতে লাগিল। বেদান্ত প্রচার যে আমেরিকায় স্থায়ী হইবে, এই কথা গুডউইনের মুখ হইতে শুনিয়া স্বামিজী বেশ একটু উৎসাহিত ও আনন্দিত হইলেন।

আম খাওয়া—গরম কাল, একটা বাক্স ক'রে আম আসিল। মিস্ মূলারকে ভারতবর্ষ হইতে কে একজন বাক্স ক'রে আম পাঠিয়ে দিয়েছে। আসিতে প্রায় মাসাবধি হইয়াছে, এইজন্য আমগুলি তুবড়ে তুবড়ে গিয়াছে। তেমন আর স্বাদ নাই। স্বামিজী গুডউইনকে বলিলেন, “গুডউইন, খানিকটা বরফ এনে আমগুলোকে ভিজাইয়া দাও তো, তা হ'লে আমটার কিছু স্বাদ হবে।” গুডউইন তাড়াতাড়ি করিয়া মাছের দোকান হইতে বরফ আনিলেন। গুডউইন বরফ আনিয়া গোটাকতক আম বরফেতে দিয়া একটা চিনামাটির বড় বাটিতে রাখিয়াছিলেন। আমগুলিও পরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হইল এবং খাইতে কিছু ভাল হইল। স্বামিজী তখন গুডউইন প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের নানা স্থানের আমের কথা বলিতে লাগিলেন। বিদেশে বসিয়া নিজের দেশের

জিনিষ খাওয়া যে কি আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারিলেন। দেশানুরাগটা সামান্য একটা আবেগেই বাড়িয়া উঠিল।

আমতেল, আচার ও বড়ি—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গরমিকালে স্বামিজী সান্যাল মহাশয় প্রভৃতিকে একখানি পত্র লেখেন যে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা অবধি ভারতীয় দ্রব্য অর্থাৎ ডাল, বড়ি, আমতেল, আচার ইত্যাদি আহার করিতে পান নাই। বিদেশী রান্না খাইয়া একেবারে অরুচি হইয়া গিয়াছে। সান্যাল মহাশয় প্রভৃতি কয়েক প্রকার ডাল, বড়ি, আমতেল আচার ইত্যাদি যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ভারতীয় দ্রব্য পাইয়া স্বামিজী মহা আনন্দিত। তিনি নিজে রন্ধন করিতেন ও মহা আনন্দ করিয়া খাইতেন এবং গুডউইনকেও একটু একটু খাইতে দিতেন। আমতেল ও বড়ি খাইয়া গুডউইন একেবারে মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থানকালে গুডউইন একদিন বলিলেন, "স্বামিজীর কি খেয়াল হইল, ভারতবর্ষ হইতে কি কতকগুলি বদ জিনিষ আনাইলেন। কি দুর্গন্ধ ও কি বদরকম খেতে, মুখময় ও জিহ্বায় তেল লেপে যায়। সেটা মুখে দিয়া আমার বমি আসিতে লাগিল। কিন্তু স্বামিজী খুব আহ্লাদ করিয়া খাইতেন। এমন দুর্গন্ধ জিনিষ কখন কেউ খায়?" স্বামিজী এই কথা শুনিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন, "আরে গুডউইন, তোদের পনিরকেও আমাদের দেশে ঐ কথা বলে, কি দুর্গন্ধ জিনিষ। আর সাত দিনের বাসি রান্না একটু গরম ক'রে তোরাও খাস্, আর টিনে করা মাছ

মাংসও খাস্।" যাহা হউক নিজের দেশের অতি তুচ্ছ জিনিষও বিদেশে অতি অপূর্ব ও আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়।

বুড়ী ঝি ও গুডউইনের ঝগড়া—গুডউইন স্বামিজীর কাছে সর্বদা থাকেন, মন দিয়া স্বামিজীর সমস্ত কথা শুনেন এবং বেদান্ত রাজযোগের কথা সমস্তই লিখিয়া লন। তাঁহার ভিতর তখন বেদান্তের ভাব খুব জাগ্রত হইয়া উঠিল। একদিন প্রাতে সকলে আহার করিলে পর স্বামিজী উঠিয়া আপনার ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকলেও চলিয়া গেলেন। বুড়ী ঝি আসিয়া খাবার বাসনগুলি তুলিতে লাগিল। সকলের সহিত ঝগড়া করা গুডউইনের অভ্যাস। বিশেষ তখন স্বামিজী ঘরে ছিলেন না; আরও সুবিধা পাইলেন। তখন বুড়ী ঝির সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিলেন। বুড়ী ঝি একখানা বড় ট্রেতে থালা, চায়ের বাটি সব সাজিয়ে খানিকটা তুলেছে, এমন সময় গুডউইন হঠাৎ তাহাকে বলিলেন, "বুড়ী, তুমি খৃষ্টান, তাই নরকে যাবে (Mrs. you are a Christian, you shall go to hell.)" এই কথা শুনিয়া বুড়ী তো রাগিয়া ট্রে-খানি আবার টেবিলে রাখিয়া গুডউইনকে জবাব দিল, "তুমি বিধর্মী, তুমিই নরকে যাবে, আমি স্বর্গে যাব।" (You are a heathen, you shall go to hell. I am a Christian, I shall go to heaven). এক্ষণে গুডউইন ঝগড়া করিবার মত একটা ছুতা পাইলেন, তাই পুনরায় বুড়ী ঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "But, Mrs. what is your heaven ? অর্থাৎ তুমি স্বর্গ কাহাকে বল?" বুড়ী ঝি মহা ফাঁপরে পড়িল।

সে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুই হস্তে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুদ্ধিটা স্থির করিয়া বলিল, “Plenty to eat and drink and noo liber (no labour), অর্থাৎ প্রচুর আহার ও পানীয় পাওয়া যাইবে এবং কোন পরিশ্রম করিতে হইবে না।” গুডউইন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “What shall you drink there অর্থাৎ কি পান করিবে।” বুড়ী ঝি অনেকক্ষণ ভাবিয়া চোখ মিট মিট করিয়া কুঁতিয়ে বলিল, “Of course, champagne” অর্থাৎ স্যাম্পেন হোচ্ছে কি না বড় মানুষদের মদ, ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়ার পর বিশেষ পানীয়। এই বুড়ী ঝিকে সমস্ত কাজ করিতে হইত, তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, খাটুনির হাত হইতে নিস্তার পেলে, আর স্যাম্পেন মদ পেলেই তার স্বর্গলাভ হ'ল। গুডউইন তো এই ছুতা পাইয়া ঝগড়া সুরু করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন “দেখ্‌ছ, দেখ্‌ছ, এই খৃষ্টানগুলোর স্বর্গের ধারণা দেখ্‌ছ! খৃষ্টান ধর্মটা একেবারে গেছে, এটা আর জগতে চলবে না।” এই কথা শুনিয়া বুড়ী ঝি বাসনগুলি লইয়া রাগিয়া চলিয়া গেল।

স্বামিজী গায়ক শুনিয়া গুডউইনের আনন্দ—স্বামিজীর মনে আনন্দ হইলে এক একদিন গুন্ গুন্ করিয়া বাংলা গান করিতেন। গুডউইন বাংলা গান কিছুই বুঝিতে পারিতেন না বা সুরও তাঁহার ভাল লাগিত না। কলিকাতায় যাঁহারা বিশিষ্ট ধ্রুপদ-গায়ক, স্বামিজী তাঁহাদের মধ্যেও একজন বিশিষ্ট গায়ক বলিয়া পরিচিত। গুডউইন কথাটা ভাল বুঝিতে

[illegible] সরকার

পারিলেন না। সারদানন্দ স্বামী সহজ করিয়া বুঝাইলেন যে স্বামিজী একজন বড় গাইয়ে এবং গাইয়ে হিসাবে তাঁহার কলিকাতায় বেশ নাম আছে। গুডউইন শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া হাততালি দিয়া বলিলেন, "তা তো আমি জানিতাম না। স্বামিজী যে একজন বড় গায়ক, এই কথা এখন শুনিলাম। আমি জানি, স্বামিজী খুব বড় philosopher, খুব ভাল বাগ্মী, কিন্তু তিনি যে বড় গায়ক এই কথা আমি আদৌ জানিতাম না।" গুডউইনের মহা আনন্দ, তিনি নানারকম ভঙ্গী করিয়া আহ্লাদ করিতে লাগিলেন ; আর ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন, "স্বামিজী যে বড় গায়ক, এটা আমি আগে জানিতাম না।" স্বামিজীর কোনরূপ সুখ্যাতি ও কার্য সফল হইলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইতেন। কি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি।

চীনা যুবকের বিপদ—একদিন প্রাতে খবরের কাগজে একটা খবর বাহির হইল যে একজন চীনা যুবক লণ্ডনে আসিয়াছিল এবং চীনের রাজদূত তাহাকে ভুলাইয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিল। তথায় তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে বা বন্দীভাবে জাহাজে করিয়া চীন দেশে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই খবর পাইয়া স্বামিজী গুডউইনকে বলিলেন, "কি গুডউইন! তোদের তো free country (স্বাধীন দেশ) না? সকলের সমান liberty (স্বাধীনভাব)? এখন right of hospitality কোথায়? এই তো একটা গরীব চীনে ছোঁড়াকে লণ্ডন সহরে মেরে ফেলবে, যা অত্যাচার করছে। তোদের national idea of liberty কোথায়?"

গুডউইন তো দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাত নাড়িয়া, পা ঠুকিয়া, লম্ফ-ঝম্প করিয়া মহা গরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ইংলণ্ডে এরূপ অত্যাচার! যে কোন লোক ইংলণ্ডের জমিতে পা দিলে সেই মুহূর্ত থেকে স্বাধীন হয়। চীন রাজদূতের কি অন্যায়! সে জানে না যে এটা ইংলণ্ড? রুশিয়ার নিহিলিষ্ট, অ্যানার্কিষ্ট, বা অনেক প্রকার রাজদ্রোহীরা ইংলণ্ডে স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে। তাহাদের সভা সমিতি, সংবাদপত্র প্রভৃতি স্বাধীনভাবে চালাচ্ছে। কাহারও বলিবার কিছু নাই। আর চীনা রাজদূত এইরূপ করিয়া চীনে ছেলেটাকে আটক করিল!" এইরূপ নানাকথা বলিতে বলিতে গুডউইন অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। স্টার্ডি বলিতে লাগিলেন, "এতে যদি চীনের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, তাতেও আমরা রাজী। আমি নিজে সিপাই হ'য়ে যাব। এটা ইংলণ্ডের বদ্‌নাম।" খবরের কাগজ সেই বিষয় লইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর বাহির হইতে লাগিল।

সল্‌স্‌বেরী (Salisbury) তখন প্রধান মন্ত্রী, তিনি চীন রাজদূতের বাড়ীতে সেপাই ঘেরোয়া করাইয়া দিলেন, এবং প্রত্যেক বন্দরের প্রত্যেক জাহাজে পুলিশ দাঁড় করাইয়া দিলেন, যাহাতে চীনা যুবককে ইংলণ্ডের বাহিরে না লইয়া যাইতে পারে এবং সেই সঙ্গে চীন রাজদূতকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে কয়েক ঘণ্টার ভিতর সে যেন চীন যুবককে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট দিয়া যায়। গুডউইন তো সেদিন মহা গরম, ক্রমাগতই ঐ কথাই বলিতে লগিলেন, কোন কাজ কর্ম আর সেদিন করিলেন না। মাঝে মাঝে খবরের

কাগজ কিনিয়া আনিতে লাগিলেন। স্বামিজীর মুখ অতি বিষণ্ণ, ভিতরে যেন মহাচিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, মাঝে মাঝে একটি আধটি কথা কহিতেছেন যে প্রবল লোকেরা গরীবের উপর এইরূপ অত্যাচার করে। স্বামিজী অতি বিষণ্ণ হইয়া শোকার্তভাবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ আর তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিল না। স্বামিজীর সমস্ত মনোভাব ভাষায় না হউক, মুখ দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। বেলা ২টা ৩টার সময় খবর বাহির হইল যে চীন যুবককে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুডউইন তাড়াতাড়ি আসিয়া উত্তেজিত ও উল্লসিতভাবে স্বামিজীকে খবর দিলেন। স্বামিজী খবর শুনিয়া যদিও মৃদু হাসিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সেই প্রকার শোকার্তভাবে বসিয়া রহিলেন। বর্তমান লেখক বৃটিশ মিউজিয়ামে গিয়াছেন। একটি নবাগত চীন যুবক সঙ্কুচিত ভাবে এদিক ওদিক দেখিতেছেন। তিনি যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোন্ দেশের লোক ?" যুবকটি আধ আধ ভাঙ্গা ইংরাজীতে উত্তর দিলেন, "I am the kidnapped Chinese. (আমি সেই চুরিকরা চীন যুবক)।" সেই যুবকই সান-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yat-Sen)। বর্তমান লেখকের সেই সময় অল্পবিস্তর সান-ইয়াৎ-সেনের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনি পরে চীনের বিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন।

গুডউইনের রাজভক্তি—সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII) তখন যুবরাজ। তাঁহার "পার্সিমন" বলিয়া এক ঘোড়া ডারবি রেসে এক বাজি জিতিয়াছে। ইংলণ্ড রেস খেলার দেশ,

তাহাতে যুবরাজের ঘোড়া জিতিয়াছে, তাই খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই খুব আহ্লাদ। গুডউইন উত্তেজিত হইয়া নানাভাবে ঘোড়দৌড়ের কথা বলিতেছেন, তাঁহার ভারি আমোদ। কিন্তু স্বামিজী, বর্তমান লেখক ও সারদানন্দ স্বামীর সে সব কথা ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু গুডউইন ততই উত্তেজিত হইয়া নানা কথা বলিতেছিলেন ও বহুবার "পার্সিমন" কথাটি উচ্চারণ করিতেছিলেন। স্বামিজী পায়চারি করিতে করিতে নানা রকম মুখভঙ্গি করিয়া ঠাট্টার ছলে সবে "পার্সিমন" কথাটি বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় গুডউইন স্বামিজীর কাছে নতজানু হ'য়ে জোড়হাত ক'রে বসিলেন। গুডউইন স্বামিজীর সমস্ত ভাবগতিক জানিতেন, সেইজন্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্বামিজী এইবার ঠাট্টা তামাসা করিবেন। গুডউইন স্বামিজীকে বলিতে লাগিলেন, "স্বামিজী, গরীব গুডউইনকে ঠাট্টাতামাসা, গালমন্দ যাহা কিছু করিতে হয়, করুন, কারণ গরীব গুডউইন আপনার শিষ্য, আপনার ভৃত্য, কিন্তু রাজ পরিবারের উপর কিছু বলিবেন না, এটা এ দেশে বড় দূষণীয় মনে করে। আপনি আমার উপর কৃপা করুন।" গুডউইনের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। যে গুডউইন একজন পাকা radical school এর লোক, কিন্তু তাঁহার রাজ পরিবারের উপর কি অচলা ভক্তি। স্বামিজী গুডউইনের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া বার কতক তাঁহার পানে চাহিয়া নিজের চেয়ারে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

পার্লামেন্টে উপনির্বাচন—পার্লামেন্টের একটি বাই-

ইলেকসন (By-election) হইল। গুডউইন হুজুগে লোক, দিনকতক খুব মেতে গেলেন। একদিন তিনি একজন আরমনি-ইংরেজের নকল করিতে লাগিলেন এবং আরমনির বক্তৃতা লইয়া কৌতুক করিতে লাগিলেন। তাহার পরদিন বেলা নয়টার সময় একটি গ্রাম্য লোক মজুরের বুট পায়ে দিয়া দরজায় ধাক্কা মারিল। গুডউইনের সহিত বর্তমান লেখক দরজার কাছে গেলেন। গুডউইন তাহার সহিত সদর দরজায় কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বর্তমান লেখক বলিলেন, "ওকে বাড়ীর ভিতর আন্‌লে না কেন?" গুডউইন বলিলেন, "He belongs to a labouring class" অর্থাৎ মুটে শ্রেণীকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া যাইতে পারে না। বর্তমান লেখক শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই গুডউইন বলেন, সকল ইংরেজই সমান, one man, one vote অর্থাৎ প্রত্যেক লোকের একটি ভোট। কিন্তু ইহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিলেন না, এঁদের ভেতরেও সমাজের উচু নীচু জ্ঞান এত বেশী। ঘরে আসিয়া সারদানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন যে গুডউইন এদিকে স্বামিজীর এত ভক্ত—সেবা শুশ্রূষা করেন; কিন্তু politics পেলে একেবারে মেতে যান। ইংরেজ জাতির হাড়ে হাড়ে এত politics ঢুকে গেছে। স্বামিজীর সংস্রবে আসিয়া গুডইনের শ্রদ্ধাভক্তি, সেবার ভাব খুব হয়েছে কিন্তু জাতে ইংরেজ তো, ইংরেজের দোষগুণগুলি সব রয়েছে। জাতের দোষগুণ কিছুতেই যায় না।

গুডউইনের রাজনৈতিক অভিমত—গুডউইন একদিন দুপুরবেলা ব'সে রাজনীতির কথা বলিতে লাগিলেন। গুডউইন

Liberal বা Radical দলের লোক ছিলেন। যদিও স্বামিজীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, ছায়ার মত স্বামিজীকে অনুসরণ করিতেন, কিন্তু রাজনীতির দুটা কথা বলিতে পারিলে তাঁর প্রাণে বড় স্ফূর্তি হইত, তখন যেন তিনি নিজের ধাতে আসিতেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "গ্ল্যাডষ্টোনের (Gladstone) মত এই যে ইংরেজদিগের যত উপনিবেশ আছে, সবগুলিকে Republic করিয়া (স্বাধীন করিয়া) দেওয়া চাই। যে যার নিজের স্বাধীনভাবে কার্য করিবে, শুধু একটা Commercial Treaty এবং offensive ও defensive alliance থাকিবে। Ireland-কেও ঠিক সেই ভাবে দেওয়া চাই। কারণ একজন প্রধান মন্ত্রী এত বড় রাজ্য সুশৃঙ্খল ভাবে চালাতে পারে না, অনেক ভুল হইয়া যায়।"

আয়র্ল্যাণ্ডের কথা—সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, "আয়র্ল্যাণ্ড চ'লে গেলে ইংরেজের রাজত্ব নষ্ট হ'য়ে যাবে।" গুডউইন চট্ ক'রে উত্তর করিলেন, "কেন? আয়র্ল্যাণ্ড আগে তো ভিন্ন রাজ্য ছিল, তারা নিজের কাজ নিজে ক'রত, শুধু নেপোলিয়ানের লড়াইয়ের সময় উইলিয়াম পিট্ (William Pitt) সেই আয়র্ল্যাণ্ডকে মিলিয়ে নিয়েছিল। পিট একজন বড় রাজনীতিজ্ঞ লোক ছিলেন, তখন তিনি কি বুঝেছিলেন, এখন ঠিক বলা যায় না। কিন্তু এখনকার সময় সে কাজটার কুফল হ'য়েছে, এইজন্য আয়র্ল্যাণ্ডকে মুক্ত ক'রে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তা না করিলে রোজ খিটিমিটি হয়, ইহাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলে না।" সারদানন্দ স্বামী চুপ করিয়া রহিলেন।

ভারতবর্ষ ও ইজিপ্টের কথা—তারপর ভারতবর্ষ ও ইজিপ্টের কথা উঠিল। গুডউইন বলিলেন, "ভারতবর্ষ ও ইজিপ্ট এখন নিজে নিজে রাজ্য চালাইতে তেমন পারগ নহে; বিশেষতঃ ভারতবর্ষে রুশ আক্রমণের বড় ভয় আছে। সেইজন্য এই দুইটি দেশকে কিছুদিন হাতে রাখিয়া কার্যপ্রণালী শিখাইতে হইবে। পরে স্বতন্ত্রভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, শুধু একটা ব্যবসায়ী সন্ধি রাখলেই হইবে। কারণ একটা জাত অপর একটা জাতকে বেশীদিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। আর ভারতবর্ষে ইংরেজের সংখ্যা অল্প, তায় বিদেশী। তাছাড়া এদেশের লোকের আচার ব্যবহার জানে না। ভারতের জাতিগত ভাব স্বতন্ত্র, ইংরেজেরও জাতিগত ভাব স্বতন্ত্র, দুটো জাতে কখনও মিল হ'তে পারে না, অল্পসংখ্যক লোক বহু সংখ্যক লোককে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতেও পারে না। তবে উপযুক্ত ক'রে যত শীঘ্র ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ততই ভাল, তা না হ'লে ইংরেজ জাতের যত শক্তি ভারতবর্ষ চুষে খাবে। কিছুদিন পরে ইংরেজ জাতটা ভুয়ো হ'য়ে যাবে। ইংরেজ জাতের আর কোন শক্তি থাকবে না"

রুশ আক্রমণের কথা—তাহার পর রুশ আক্রমণের কথা উঠিলে গুডউইন বলিলেন, "রুশ এখন আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিবে না।" সারদানন্দ স্বামী বলিলেন "তাইমুর প্রভৃতি মধ্যএশিয়া ভেদ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে পারে না।" গুডউইন বলিলেন, "সেকালে পারত, এখনকার দিনে হয় না; সেকালে ফৌজের সঙ্গে মালপত্র সামান্য থাকত।

কতকগুলা Rabel (গোলা লোক) একসঙ্গে চলিলেই ফৌজ বলিত। কিন্তু এখনকার ফৌজের সঙ্গে বড় বড় তোপ অনেক থাকে। হিমালয় ভেদ করিয়া আসা এখন অসম্ভব! রুশের ফৌজ কিছুতেই হিমালয় ভেদ ক'রে ভারতে আসতে পারে না, এটা শুধু খবরের কাগজের হৈ চৈ মাত্র, বিষেশতঃ আফগানিস্থানকে ঘাঁটিদার (buffer state) ক'রে রাখা হ'য়েছে। রুশের শক্তির প্রকোপটা আফগানিস্থানের উপর পড়বে—সেইখানেই শক্তি খরচ হ'য়ে যাবে, তাহ'লে ভারতবর্ষে আসিতে পারিবে না।"

গুডউইন স্বামিজীর কাছে মুখ বন্ধ ক'রে থাকতেন; এইজন্য দুইটি শ্রোতা পাইয়া মুখ খুলিয়া রাজনৈতিক বিষয়গুলি বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর ইংলণ্ডের রাজনীতির কথা তুলিলেন। গুডউইন বলিলেন, "House of Commons এবং House of Lords দুটা রাখবার কোন আবশ্যক নাই। সাধারণের লোকের প্রতিনিধি House of Commons, ইহারাই যথার্থ কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু House of Lords, এরা কাহারও প্রতিনিধি নয়, নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধি। অপরের সাথে বসিবার তার কোন অধিকার নাই, আর অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ রাখিবার জন্য তাহারা স্বার্থপরতা প্রকাশ করে এবং জাতির উদ্দেশ্যের অন্তরায় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ হেরেডিটারী লেজিসলেটার (বংশগত নীতিকারক) কেহ হইতে পারে না। হইতে পারে তার বাপ বড় বিচক্ষণ লোক ছিল, তা ব'লে তার বেটাও উপযুক্ত হইবে, ইহা কোন যুক্তিসঙ্গত কথা নহে। House of Lords এর এমন অনেক লোকই

[illegible] সরকার

দেখা যায়, যারা অপদার্থ, শুধু নামের দোহাই দিয়ে সভায় এসে বসে।”

বর্তমান লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, “হেরেডিটারী লেজিসলেটার তুলে দিলে রাজাও তো একজন হেরেডিটারী লেজিসলেটার, তাহা হইলে তাহারও তো চাকরী উঠিয়ে দিতে হবে। কারণ রাজাও নিজে একজন House of Lords এর member, এইজন্য তাহাদিগকে peer বা স্বশ্রেণী বলে। Peer এর পদ উঠিয়ে দিলে রাজাকেও উঠাতে হবে। গুডউইন বলিলেন, “তা আবশ্যক নয়। রাজা—রাজা। আমাদের রাজা ইচ্ছামত কিছু করিতে পারে না, Constitutional king. অনেক দেশেও তো Single Chamber (একক সভা), তাদেরও ত রাজা আছে। কিন্তু House of Lords কোন মতেই রাখা যাইতে পারে না।” গুডউইন সেদিন মহা উত্তেজিত হইয়া ক্রমাগতই রাজনীতির কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সারদানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক উঠিয়া গেলেন।

আমেরিকার কথা—তারপর আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতার কথা উঠিল। তাহার পর কথা উঠিল, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অনেক টাকার ঋণ কর্জ নেয়, সে টাকার দরুণ কে দায়ী? সারদানন্দ স্বামী বলিলেন, “যারা ঋণ নিয়েছে তাদের প্রত্যেক লোকেই দায়ী।” বর্তমান লেখক বলিলেন, “নিজের ঋণ হ’লে নিজে দায়ী, কিন্তু জাতির ঋণ হ’লে প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। শুধু রাষ্ট্রপতি সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ দায়ী। প্রত্যেক লোক রাষ্ট্রীয় বিধিতে স্বাক্ষর করিতে পারে না,

এইজন্য রাষ্ট্রপতির পর রাষ্ট্রসচিব, তাহার স্বাক্ষর গণ্য করিয়া লওয়া হয়।” গুডউইন বলিলেন, “তোমার কথা ঠিক, প্রধান একজনের মত বা স্বাক্ষর সকলের মত বা স্বাক্ষর বলিয়া পরিগণিত হয়, এই হ’চ্ছে রাজনীতির প্রধান নিয়ম। একজনকে সকলে মানিয়া চলিবে। ব্যক্তিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত চলিবে না, তাহাকে Mobocracy বা হাউড়োর দল বলে।”

যেদিন রাত্রে বক্তৃতাকালে একটি ইংরেজের সহিত স্বামিজীর ঝগড়া হইয়াছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিতে স্বামিজীর অনেক দেরী হইয়াছিল। কারণ সেই রাত্রে মন চঞ্চল থাকায় তিনি গুডউইনকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় বেড়াইয়াছিলেন। এতদিন পর্যন্ত গুডউইনের সহিত ধর্মচর্চা ও আমেরিকার বক্তৃতার কথা চলিত, কিন্তু আজ হঠাৎ স্বামিজীর ভাষা ও সুর বদলাইয়া গেল। তিনি ভারতীয় যুদ্ধের বিষয় বলিতে লাগিলেন; কারণ পূর্বরাত্রে তিনি অনর্গল ইতিহাসের কথা বলিয়াছিলেন।

গুডউইনের সহিত ইতিহাসের কথা—গুডউইনের সহিত স্বামিজীর ইতিহাসের কথা যাহা হইয়াছিল, তাহা কেবল একদিন প্রাতঃকালেই হয় নাই। এই সময় রোজই কিছু কিছু হইত। একদিন গুডউইন ইংরেজ সেপাইদের খুব বীরত্বের কথা বলিতে লাগিলেন। গুডউইনের কথার মর্ম এই যে, ইংরেজ সেপাইয়ের মত অন্য কোন সেপাই সাহসী হয় না। স্বামিজী চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। গুডউইনের কথা সমাপ্ত হইলে স্বামিজী সতেজে নিজের চেয়ারটিতে সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর বলিলেন,

"হ্যাঁরে গুডউইন, তোর ইংরেজ সেপাইদের বীরত্ব তো সে বৎসর আফগান সীমান্তের লড়ায়ে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। একদল আফগান পাহাড়ের উপর হইতে লড়াই করিবার জন্য ধীরে ধীরে নীচে নামিতে লাগিল। একজন একটা নিশান নিয়েছে, আর একটা মোল্লা গলায় একটা বড় ঢোল ঝুলিয়ে বাজাচ্ছে। এদিকে ইংরেজের তরফে এক পলটন দিশি সেপাই। আফগানদের আক্রমণ করিতে দিশি সেপাইদের ভিতর একজন লক্ষ্য করিয়া ঢোল বাজানওয়ালা মোল্লাকে গুলি মারিল। মোল্লা পড়িয়া গেল। কিন্তু পাছে ঢোলের আওয়াজ বন্ধ হয় ও আফগানরা ভয় পায় এইজন্য আর একজন লোক তাড়াতাড়ি ঢোলটা গলায় ঝুলাইয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সেপাইরা পাঁচজন আফগান ঢোলবাজানওয়ালাকে গুলি দিয়া মারিয়া ফেলিল। শেষে ঢোলের চামড়াতে গুলি মারিয়া চামড়া ছিঁড়িয়া দিল এবং ঢোলের আওয়াজ বন্ধ হইল। তখন আফগানরা ভয় পাইয়া ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পলাইয়া গেল। এর পুরস্কার হ'ল কি জানিস ? একজন ইংরেজ সেপাই V. C. (Victoria Cross) পাইল, দিশি সেপাইটির নাম উল্লেখ পর্যন্ত করিল না। ল'ড়ে মরে ভারতীয় সেপাইরা, বাহবা পায় ইংরেজ সেপাইরা। তোদের জাতের তো এই বীরত্ব; এই ন্যায় বিচার। দেখ, তোদের জাতি এই ভারতবর্ষকে hypnotise ক'রে ফেলেছে, তাহাতেই অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবাসীদের বুকের উপর ব'সে রক্ত চুষে খাচ্ছে। কিন্তু যেদিন hypnitsom

(মোহিনী শক্তি) চুলোয় যাবে এবং ভারতবাসীরা নিজেদের শক্তি বুঝতে পারিবে সেদিন তোদের চেপটে মেরে ফেলবে। Will squeeze you like lemon” এই বলিয়া নিজে হাতে হাতে ঘর্ষণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

চীনের লড়াই ও হিন্দুর বীরত্ব—একদিন ইংরেজের ও চীনের লড়াইয়ের কথা উঠিল। গুডউইন বলিতে লাগিলেন, “ইংরেজরা নিজের বীরত্বে তাহাদের বিরাট রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, এবং নিজের বলে তাহা সংরক্ষণ করিবে।” স্বামিজী শুনিয়া একটু বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ইতিহাসের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন “চীনের লড়াই বা অন্য জায়গাকার লড়ায়ে ইংরেজরা কি ক’রেছিল? আমার হিন্দু সেপাইরা সর্বত্র গিয়ে লড়াই ক’রেছে, লড়াইয়ে জিতেছে, নিজের গায়ের রক্তপাত ক’রে রাজ্যস্থাপন ক’রেছে, আর সেই রাজ্য ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছে। হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর অর্থে এতবড় সাম্রাজ্য হ’য়েছে। তোরা ইংরেজরা কি করেছিস্? হিন্দুর রোজগারের জিনিষ, মাঝখান থেকে তোরা মুনাফা খাচ্ছিস্। ইজিপ্টের যুদ্ধে কারা লড়াই ক’রেছিল? আমার হিন্দু সেপাইরা গেছ্‌লো। তোদের যত সাম্রাজ্য বাড়িয়েছিলি, যে জায়গাটা অধিকার করেছিলি, সবটায় আমার হিন্দু সেপাই ল’ড়েছে। তাহাদের গায়ের রক্ত জলের মত ঢেলেছে, আর তাদের টাকা অজস্র ঢেলেছে, তবে তোরা তো বড় সাম্রাজ্য স্থাপন ক’রেছিস্। পলাশীর লড়ায়ে কয়টি ইংরেজ ছিল? সবইতো আমার দেশী সেপাই, এরাই তো ইংরেজ রাজ্য জয় ক’রলে। মিউটিনির সময়

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কয়জন ইংরেজ ছিল ? আমার দেশী সেপাইরাই তো রাজ্য জয় ক'রে ইংরেজের হাত তুলে দিলে। তোদের জাত লড়ায়ে কবে বীরত্ব দেখিয়েছে ? নিজেরা তো কাপুরুষ, লোককে ভুলিয়ে (hypnotise) জগতের উপর আধিপত্য ক'রছিস্। হিন্দুর রক্তে ও হিন্দুর অর্থে এই বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন হ'য়েছে—জেনে রাখিস, আজকের বৃটিশ এম্পায়ার একদিন হিন্দু সাম্রাজ্য হ'য়ে যাবে।"

এইরূপ তীব্র কথা শুনিয়া গুডউইনের মনে জাতীয়ভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "No Swami, your men do not know how to fight." স্বামিজী আরও উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমার হিন্দুরা লড়তে জানে না ? গ্রীকদের আলেকজাণ্ডার যখন পারস্য জয় ক'রে গর্বে মহা স্ফীত হ'য়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কে তাহাকে প্রথমে রুখে ছিল ? সেই একজন হিন্দুরাজা পোরাস (Porus) আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধতৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছিল। Battle of Arbelaতে ভারতীয় সৈন্য পারস্য সম্রাট Danu Codomanus এর সহায় হ'য়ে ভীষণ যুদ্ধ ক'রেছিল এবং আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি পারমীনীয়সের সেনা বিভাগকে বিধ্বস্ত ক'রেছিল। এইজন্য আলেকজাণ্ডার ভারতবাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে মনস্থ করে। দেখ, তুমি বল্লে আমার হিন্দুরা লড়তে জানে না। আবহমান কাল থেকে হিন্দুরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত। তবে তাহারা ইংরেজ-জাতের মত নিমকহারাম্ জানে না ও অকৃতজ্ঞ নয়। জান না—মিউটিনির সময় সিপাইরা বল্লে, অনেকদিন ইংরাজের নিমক খেয়েছি, তাদের এখন বিপদ, তাদের

এখন কোনরূপে বাঁচাতে হবে। এইজন্য তাহারা নিজের লোক উচ্ছন্ন দিয়ে বিদেশী রাজ্য পুনরায় স্থাপন ক'রল। হিন্দুদের হ'চ্ছে chivalrous spirit, তারা অতো নিমকহারামী বা বেইমানী জানে না। আর তোমরা যে বড় জাত ব'লে এত বড়াই কর, ভারতবর্ষ তো জোচ্চুরি ক'রে নিয়েছ। তোমাদের মাথায় তো একটি নরম বালিশ ছিল না, অতি গরীব নগণ্য জাত ছিলে। ইউরোপের ইতিহাসে ইংরেজরা পিছনে পড়া জাত। ফরাসীরাই তখন প্রধান জাত ছিল; শুধু ভারতবর্ষ পেয়ে, ভারতবর্ষের ধনরাশি পেয়ে তোমাদের তো এখন এত বল হয়েছে।"

গুডউইন বলিতে লাগিলেন, "You are a great man, no doubt, but your men do not know how to govern themselves. We, British people are the best men to govern India."

স্বামিজী গুডউইনের এই কথা শুনিয়া একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, চন্দ্রগুপ্তের সময় মেগাস্থিনিস যখন ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি সমস্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে পাওয়া যায় যে গ্রামগুলি এক একটি ছোট Republic, গ্রামবাসীরা একজনকে প্রধান নিযুক্ত করে, এই নিযুক্ত ব্যক্তিই গ্রামের সমুদায় কার্য দেখিয়া থাকে। চুরি ডাকাতি নাই বলিলেও হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যবসা করে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে। লোকেরা অতিশয় সত্যবাদী ও ধর্মপরায়ণ; কুটিলতা বা প্রবঞ্চনা তাহাদের মধ্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বামিজী আরও বলিতে লাগিলেন, "যে সব স্থানে ইংরেজের প্রভাব প্রবেশ করে নাই সেই সব হিন্দু রাজাদের রাজ্যে প্রজারা এখনও অনেক পরিমাণে সুখে বাস করে। কিন্তু যেখানেই ইংরেজের কিছু প্রভাব প্রবেশ ক'রেছে সেখানেই দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানা রকম উৎপাতের সুরু হ'য়েছে। ইংরেজেরা ছলে বলে গরীব প্রজাদের লুটতরাজ ক'রছে। ভাবতবাসীরা ক্রমশঃই গরীব হ'য়ে প'ড়ছে।" গুডউইনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "এই তো তোমাদের শাসন প্রণালী, তবুও ব'লছ, ভারতবাসীরা নিজেদের শাসন করতে জানে না?" স্বামিজী ঐতিহাসিক বিষয়ে সর্বদাই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।

গুডউইন কিন্তু স্বামিজীর একজন প্রধান ভক্ত হইলেও ইংরেজের যা গোঁড়ামি তা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুডউইন radical দলের লোক হইলেও তাঁহার ঐ একই কথা "No swami, your men do not know how to fight. We, the British people are the best fighters. No Swami, you are a great man, no doubt, but your men do not know how to govern themselves." স্বামিজী এবারেও উত্তেজিত হইয়া অনেক কড়া কথা বলিলেন, যথা, ক্লাইভের Red treaty and White treaty অর্থাৎ উমিচাঁদের সহিত সন্ধিপত্র ও মিরজাফরকে সন্ধি পত্র দেওয়া, নিজের নাম সহি করা প্রভৃতি।

গুডউইন ও মিস্ মুলারের বিবাদ—গুডউইন ও মিস্ মুলারে একটু খিটিমিটি হইত, অর্থাৎ মিস্ মুলার গুডউইনকে ততো পছন্দ

করিতেন না। অন্য কোন তেমন কারণ ছিল না; তবে এক কারণ হইতে পারে যে স্বামিজী গুডউইনকে বিশেষ ভালবাসতেন এবং সকল কাজেই গুডউইনকে ডাকিতেন। একদিন প্রাতে গৃহ মধ্যে স্বামিজী, সারদানন্দ স্বামী, গুডউইন ও বর্তমান লেখক বসিয়া আছেন। স্টার্ডি ও মিস্ মুলার অনুপস্থিত থাকায় গুডউইন অবসর বুঝিয়া স্বামিজীকে তাঁহার মনের কথা বলিলেন। তিনি দুঃখিত ভাবে বলিতে লাগিলেন যে মিস্ মুলার ও স্টার্ডি তাঁহাকে তেমন পছন্দ করেন না ও একত্র বসিয়া ভোজন করেন না। এইজন্য তাঁহাকে বাহিরে খাইতে হয়; তাঁহার হাতে কিছুই অর্থ নাই। লণ্ডনে তাঁহার পরিচিত কেহ না থাকায় stenographer কার্যে উপার্জন করিতে পারিতেছেন না। আমেরিকাতে অনেকের সহিত তাঁহার জানা আছে। সেখানে যাইতে পারিলে তিনি আপন খরচ চালাইতে পারিবেন। এই কথা শুনিয়া স্বামিজী দুঃখিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, এখানে চেষ্টা ক'রলে হয় না?" তদুত্তরে গুডউইন বলিলেন, "হ্যা, হ'তে পারে বটে, কিন্তু বাহিরে দু'তিন ঘণ্টা কাজ ক'রতে হবে যে, তাতে আপনার চল্‌বে কি ক'রে? আপনার দেখাশুনা হবে কি করে?" শ্রবণান্তে স্বামিজী অতি বিষণ্ণভাবে স্থির ও গম্ভীরভাবে রহিলেন, শুধু মাঝে মাঝে গুডউইনের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন মুখভাব হইতে স্পষ্ট মনে হইল, যেন তিনি বলিতেছিলেন,—"গুডউইনটা আমার আশ্রিত, প্রাণপণে আমার সেবা করিতেছে, আমার সকল কথা, সকল লেকচার লিখিয়া রাখিতেছে। সে কাছে না থাকিলে আমার কোন কাজই

[illegible] পরিবার

চলে না। কিন্তু এরূপ একটা অনুগত লোককে আশ্রয় দিতে পারা গেল না।”

গুডউইন স্বামিজীর এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া এবং মনোভাব উপলব্ধি করিয়া বলিলেন “কেন স্বামী আপনি এত চিন্তিত হইয়াছেন? আমি না হয় বাহিরে দু' তিন ঘণ্টা কাজ ক'রে নিজের খরচ চালিয়ে নেবো। পাশের একটা বাড়ীতে ঘরের বন্দোবস্ত ক'রব। সেখানেই থাকা ও খাওয়ার ঠিক ক'রব। আপনার লেকচার সময়ে ও অবসর মত এসে আপনার সব কাজ ক'রে দিয়ে যাব। এখানে থাকা আর সুবিধা হ'চ্ছে না। আমার এখানে থাকা এদেরও পছন্দ নয়। ওদের মনের ভাব অন্যত্র চলে যাই।” স্বামিজী বিশেষ কিছু বলিলেন না। গুডউইনও বাহিরে দু' চার ঘণ্টা কাটাইলেন।

শরৎ মহারাজের আমেরিকা যাওয়া—একদিন প্রাতে স্বামিজী গুডউইনকে বলিলেন, “শরৎ আমেরিকাতে যাবে, তুমি ও এর সঙ্গে যাও। শরৎ নতুন লোক, আমেরিকার হালচাল জানে না। তুমি সঙ্গে থাকলে শরতের অনেক উপকার হবে।” গুডউইন বলিলেন, “আমার তো ওখানে থাকার খরচা নেই।” স্বামিজী বলিলেন, “ওর জন্য কিছু তোমায় ভাবতে হবে না। আমিই দোব।” প্রথমে তিনি কিছুতেই টাকা নিতে রাজী হন নি, পরে সম্মত হন, পুনরায় স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, “মহিমকেও (বর্তমান লেখক) সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমরা তিনজনে এক সঙ্গে ওখানে চলে যাও। লণ্ডন অপেক্ষা নিউইয়র্কে অনেক কিছু শিক্ষা করবার বিষয় আছে।” আমেরিকাতে

ইলেক্‌ট্রিসিটির কলকব্জা ও নানা প্রক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তখন ইচ্ছা ছিল যে ভারতীয়গণ আমেরিকায় ইলেক্‌ট্রিসিটি শিক্ষা করিয়া ভারতে সেই ধারা প্রচলিত করিতে যত্নবান হউক। কিন্তু বর্তমান লেখক তখন লণ্ডনের বিখ্যাত পাঠাগার ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠ করিতেছেন, সেইজন্য উহা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন না।

গুডউইন বর্তমান লেখককে আমেরিকাতে সাথী করিবার জন্য কয়েকদিন বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কখনও মিষ্ট কথায়, কখনও গালাগালি দিয়া, কখনও বা হাস্যকৌতুকে নানাভাবে উহার মত বদল করাইতে বৃথা চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিতেন, "এখানে থাক্‌লে তোকে মেরে ফেল্‌ব, চ আমেরিকায় চ। সেখানে নতুন দেশ, নতুন ভাব দেখে বেশ আনন্দ পাবি। ওখানে তোকে এডিসনের কাজে নিযুক্ত ক'রে দোব। আমার তার (এডিসনের) পরিচিত লোকের সঙ্গে জানা আছে।"

ক্রমেই আমেরিকা যাত্রার দিন সন্নিকট হইতে লাগিল। সারদানন্দ স্বামী বস্ত্রাদি একটা পোর্টমেণ্ট মধ্যে রাখিয়া প্রস্তুত হইলেন। কয়েক পাউণ্ড গুডউইনকে স্বামিজী দিলেন। লিভারপুল হইতে জাহাজে চড়িয়া নিউইয়র্কে গমন করিতে হইবে। সব বন্দোবস্ত স্থির হইল। স্বামিজী বলিলেন, "এখানে থাকার চেয়ে মহিমের নূতন দেশ আমেরিকাতে যাওয়াই ভাল। ইংলণ্ডটা পুরানো, এটা মস্ত বড় রক্ষণশীল জায়গা। সব বিষয়ে কেমন একটা জড় সড় ভাব, পুরাণো চালে চলে। আমেরিকা বিদ্যুৎ ও সজীবতায় পূর্ণ। ওখানে থাকলে লোকে আপনিই চনচনে হ'য়ে

ওঠে। আমেরিকানদের ভিতর একটা জীবন আছে। একটা তেজ আছে। মহিমেরও ওখানে যাওয়া দরকার।” ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া স্বামিজী অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। গুডউইন তখন সিংহের মত গর্জন করিয়া স্বামিজীর মত রাগ করিয়া, ঘুসি পাকাইয়া বর্তমান লেখককে বকিতে লাগিলেন, “মারব ঘুসি, দাঁত ভেঙ্গে দোব, নাক ভেঙ্গে দোব। চ আমেরিকায়। তিনজনে মিলে যাব। জাহাজে খুব স্ফুর্তি করব ইত্যাদি।” উত্তরে লেখক বলিলেন, “আমেরিকাতে সব ভাল বটে, কিন্তু লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরী কুত্রাপি নেই। এটা ত্যাগ ক’রে অন্যত্র যেতে ইচ্ছে নেই। তবে যদি একান্তই যেতে বলো তা হ’লে যাব।”

গুডউইনের লণ্ডন ত্যাগ—গুডউইন স্বামিজী প্রদত্ত জামা পরিলেন (অর্থাৎ গলা হইতে হাঁটু পর্যন্ত পোষাক পরিলেন)। সারদানন্দ তাঁহার মাথায় একটি কাপড় বাঁধিয়া দিলেন। আলমারির উপর আরসিতে নিজের আকৃতি অনেকটা ভারতীয়ের মত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, লণ্ডন ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, বাড়ীর বুড়ী ঝির সঙ্গে দেখা করিয়া ঝগড়া করিতে হইবে। তিনি বড় কৌতুক প্রিয় ছিলেন। ভারতীয় পোষাকটি পরিয়া তিনি নীচে রান্নাঘরে যাইয়া বুড়ীকে বলিলেন, “আই এ্যাম জ্ঞানী, জ্ঞানী, আই এ্যাম নট ভক্ত।” বুড়ী প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। বুড়ীকে রাগাইয়া কিছু পরে উপরে আসিলেন এবং পরদিন প্রাতে গুডউইন ও সারদানন্দ লিভারপুল হইতে আমেরিকা উদ্দেশ্যে

যাত্রা করিলেন। গুডউইনের মন জ্ঞানের দিকে বেশী আকৃষ্ট থাকায় তাঁহার সন্ন্যাসী নাম ছিল "জ্ঞানানন্দ"।

গুডউইনের গুরুভক্তি—একদিন রাখাল মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "স্বামিজী আমেরিকা হইতে আসিয়া কিছুদিন গোপাল শীলের বাগানে থাকিয়া অবশেষে আলমবাজারের মঠে আসিলেন। প্রথমে রমতা-সাধু অবস্থায় যেরূপ ছিলেন, আলমবাজারের মঠে তদ্রূপই রহিলেন. কেবল সঙ্গে গুডউইন রহিলেন। একদিন রবিবার স্বামিজী, গুডউইন ও আর সকলে মিলিয়া আলমবাজারের লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে লাগিলেন। তখন ভাটা পড়িয়াছিল। কূল একটু সরিয়া গিয়াছিল। গুডউইন আগে স্নান করিয়া ঘাটের পৈঠার উপরে এক কমণ্ডলু জল ও স্বামিজীর জুতা লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামিজী স্নান করিয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া, ঘাটের সিঁড়িতে উঠিলেন। পায়ে কাদা লাগিয়া গেল। অনেকেই তখন উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাহারও মনে কি করা উচিত ভাবটি আসিল না। গুডউইন ত্বরিত হস্তে কমণ্ডলুর জল দিয়া স্বামিজীর পা ধুইয়া দিলেন এবং নিজের উত্তরীয় দিয়া পা মুছাইয়া জুতা পরাইয়া দিলেন; যেন কোন বিশেষ কিছু কাজ নয়, সাধারণ কাজ। অনেকেই তখন ঘাটে স্নান করিতেছিল। সকলেই দেখিয়া অবাক হইয়া গেল যে স্বামিজীর বাঙ্গালী শিষ্যদের মধ্যে কাহারও ভিতর এ ভাব আসিল না। কিন্তু একজন ইংরাজের ভিতর কী গুরু ভক্তির ভাব !!—সে স্বামিজীর পা নিজের উত্তরীয় দিয়া মুছাইয়া দিল এবং অত লোকের সম্মুখে।" রাখাল মহারাজ এই কথাটি

বলিতে বলিতে স্থির নেত্রে রহিলেন। বারংবার বলিতে লাগিলেন যে "গুডউইনের কি গুরুভক্তি! এইটি দেখবার এবং শেখবার বিশেষ জিনিষ! যে ইংরাজ এ দেশে রাজত্ব করিতেছে, সেই ইংরাজ স্বামিজীর পা ধুইয়া দিতেছে ও স্বামিজীকে জুতা পরাইয়া দিতেছে।"

গুডউইনের কৃচ্ছ্র সাধন—গুডউইন ইংরাজ হিসাবে পরিবর্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আলমবাজারের মঠে আসিয়া দেখিলেন যে সকলেই একটা কম্বল পাতিয়া মেঝেতে পড়িয়া থাকেন এবং হাত দিয়া ডাল ভাত খান। গুডউইন অবিলম্বে নিজের পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করিয়া এ দেশীয় সাধুদের মত হাতে করিয়া ডাল ভাত খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং একখানা কম্বল পাতিয়া পশ্চিম দিকের দালানটিতে শুইয়া থাকিতেন। বিছানা প্রভৃতি কিছুই রাখিলেন না। অনেকেই নিষেধ করিল, এরূপ কঠোর করিলে শরীরের হানি হইবে। কিন্তু গুডউইন কোন বাধা না শুনিয়া কঠোরী সাধুর ন্যায় মেঝেতে শুইয়া থাকিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতেন, স্বামিজী যেরূপ কঠোর করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব।" কিন্তু তাহাতে গুডউইন রোগা হইয়া গেলেন এবং পূর্বেকার সর্বদা প্রফুল্ল মন ও ক্ষিপ্রগতিভাব রহিল না। শরীরে দুর্বলতা আসিল। একদিন গুডউইন রামতনু বোসের গলিতে মার সহিত দেখা করিতে গেলেন। সঙ্গে গুপ্ত ছিল। গুডউইন-এর মুখে ও হাতে মশা কামড়াইয়াছে। তাহাতে দাগ হইয়াছে। মা অতি সস্নেহে গুডউইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার গায়ে যে

মশার কামড়ের দাগ। মশারী টাঙ্গাও না কেন?" গুপ্ত বুঝাইয়া দিতে লাগিল, গুডউইন স্থিরভাবে বলিলেন—"স্বামিজী খালি কম্বলে পড়িয়া থাকেন। তাঁর মশারী নাই, তাঁহাকে মশা কামড়ায়, সেইটিই আমার বিশেষ কষ্ট। তাহাতে আমার মনে আঘাত লাগিয়াছে। আমার গায়ে কামড়ানোর জন্য বিশেষ চিন্তিত নই।" এই কথা শুনিয়া মা বলিতে লাগিলেন—"আহা, গুডউইনের কি গুরুভক্তি! নিজের দেহপাত ক'রে গুরুসেবা করে।"

স্বামিজীর তিরস্কারে গুডউইনের মনের পরিবর্ত্তন—স্বামিজী, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার(Captain Savier), মিসেস সেভিয়ার (Mrs. Savier), যাহাকে পরে মাদার সেভিয়ার (Mother Savier) বলা হইত এবং গুডউইন প্রভৃতি ইংলণ্ড হইতে একত্রে জাহাজ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। এডেন বন্দরে জাহাজ লাগিল। স্বামিজী নৌকা করিয়া এডেন বন্দর দেখিতে গেলেন। সঙ্গে সকলেই চলিলেন। এডেনএ অধিকাংশই এই ভারতবর্ষের লোক। তাহারা সামান্য দোকানপাট করে। অনেক দিন পরে কল্কেতে তামাক সেজে খাওয়া স্বামিজী দেখিলেন। নিজে অতিশয় তামাক-প্রিয়। এইজন্য কল্কেতে তামাক সেজে খাওয়ার তাঁর প্রবল ইচ্ছা হইল। একজন দোকানদারের কাছ থেকে কল্কেটা চেয়ে নিয়ে স্বামিজী হাতে ক'রে কল্কেটাতে তামাক খেতে লাগিলেন। গুডউইনের ধারণা ছিল যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় স্বামিজী একজন বিশিষ্ট লোক। খুব বড় চালে থাকতেন; এখন একজন কালো আধ-নেংটা ভারতবাসীর সহিত

[illegible]

কখনও সমানভাবে মিশিতে পারিবেন না। এরূপ হাতে ক'রে তামাক খেতে দেখে গুডউইন একটু নাক সিঁটকে বিরক্তির ও অবজ্ঞার ভাব দেখাইলেন। স্বামিজী মুখ ফিরাইয়া গুডউইনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া একেবারে অন্যপ্রকার লোক হইলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই গরীব, দুঃখী, নেংটা লোকেরাই আমার জাত ভাই! আমি যখন রমতা সাধুভাবে ঘুরতাম তখন এই গরীব দুঃখীরাই আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। সহস্ররূপে এদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি এদের ঘৃণা কর ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখ তাহ'লে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। আমার গরীব জাত ভাইকে যে ঘৃণা করে, তাকে আমি পছন্দ করি না। তোমরা জাহাজে ক'রে নিজের দেশে চলে যাও। আমি একা ভারতবর্ষে যাইব। আমি গরীব, গরীবদের সঙ্গে থাকিব!" স্বামিজী এই কথাটা এরূপ গম্ভীর ও মর্ম্মস্পর্শীভাবে বলিয়াছিলেন যে গুডউইন, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার ও মাদার সেভিয়ার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিজীর দেশপ্রীতিভাব কিরূপ, তিনি গরীব দুঃখীকে নিজের সমান ও নিজের স্বরূপ বলিয়া জানেন। তখন হইতে তাঁহাদের গরীব দুঃখী ভারতবাসীর প্রতি অন্যভাব আসিল ও অন্য চক্ষে দেখিতেন। গুডউইন তদবধি গরীব ভাতবাসীর ন্যায় হইয়া গেলেন। মাদার সেভিয়ার মায়াবতী অবস্থানকাল সম্পূর্ণ ভারতীয় মহিলা হইয়াছিলেন।

গুডউইনের মাদ্রাজ গমন—আলমবাজারে থাকায় গুডউইনের নানাপ্রকার অসুবিধা হইতে লাগিল এবং একটি কর্মীকে অকারণে আবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা

করিয়া স্বামিজী তাহাকে মাদ্রাজ পাঠাইয়া দিলেন। "ব্রহ্মবাদিন" কাগজ তখন মাদ্রাজ হইতে প্রচারিত হইত এবং আলাসিঙ্গা (M. C. Alasinga, Perumall) প্রভৃতি সম্পাদকীয় কার্য করিতেন। গুডউইন ভাল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন এবং কাগজের কোন সহায়তা করিতে পারিবেন, সেইজন্য মাদ্রাজ যাইলেন। তথায় যাইয়া ভাত ও লঙ্কার ঝাল খাইতে অভ্যাস করিলেন এবং লঙ্কা অতিরিক্ত খাইতে লাগিলেন। কাহারও নিষেধ শুনিতেন না। অবশেষে মাদ্রাজে ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেন, তাহাতে ইংরাজ সম্পাদকের সহিত পরিচিত হইলেন এবং কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। নিজের খরচ চলে এরূপ উপায় হইতে লাগিল। তিনি ক্ষিপ্রলিপিতে বিশেষ পারক ছিলেন, এইজন্য উটাকামণ্ডে ক্ষিপ্রলিপির কার্য লইয়া চলিয়া যাইলেন। অল্পদিন পরে এন্‌টারিক জ্বর হইয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন। এইরূপে গুডউইন না খাইয়া অনবরত পরিশ্রম করিয়া স্বামিজীর কার্যে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

গুডউইনের মৃত্যুতে স্বামিজীর শোকোচ্ছাস—স্বামিজী এই সময় আলমোড়ায় ছিলেন। হরি মহারাজ বলিতেন, যে গুডউইনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং বারংবার বলিতে লগিলেন—"পুত্রশোক কি ভয়ঙ্কর! এখন বুঝিতে পারিতেছি, পুত্রশোক কি? গুডউইন চলিয়া গেল, আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল, বোধ হয় মা'র ইচ্ছা নয় যে আর আমি কাজ করি। এবার হইতে

নিজের হাতে লিখিতে হইবে। লেকচার করা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।" এই সময় স্বামিজী গুডউইনের স্মৃতি বিষয়ে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটির নাম "Requiescat in Peace"* অর্থাৎ "May he rest in peace."

"Speed forth, O Soul, upon thy star-strewn path ;
Speed blissful one, where thought is ever free,
Where time and sense no longer mist the view,
Eternal peace and blessings be on thee !

Thy service true, complete thy sacrifice,
Thy home, the heart of love transcendent find ;
Remembrance sweet, that kills all space and time,
Like altar-roses, fill thy place behind ;

Thy bonds are broke, thy quest in bliss is found,
And one with That which comes as Death and life
Thou helpful one, unselfish e'er on earth,
Ahead, still help with love this world of strife !"

গুডউইনের তিরোধানের পর পাশ্চাত্য ভাবের কার্য করিবার প্রয়াস তাঁহার অনেকটা কমিয়া গেল। আলাসিঙ্গা গুডউইনের সমস্ত কাগজ পত্র তাঁহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার মাতার ঠিকানা ছিল—গ্রাম Froam, Marquis of Bath এর জমিদারী।

স্বামিজীর বক্তৃতার উপকরণ নষ্ট হওয়া—স্বামিজীর যত

---

*Written in memoriam to J. J. Goodwin, August, 1898

Ashram
BANARAS

বক্তৃতা ও কথাবার্তা ইংলণ্ডে হইয়াছিল, গুডউইন ক্ষিপ্রলিপি করিয়া সমস্তই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘলিপি করিয়া কয়েকখণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাত আট খণ্ডের মত উপকরণ তাঁর ক্ষিপ্রলিপিতে লেখা ছিল। ইচ্ছা ছিল যে অবসর পাইলে, সেই সকল সংখ্যা দীর্ঘলিপি করিয়া মুদ্রিত করিবেন। কিন্তু আলাসিঙ্গা কাগজগুলির গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া গুডউইনের মার কাছে পাঠাইয়া দেয় এবং সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে যান বর্তমান লেখক তখন তাঁকে গুডউইনের মার ঠিকানা দিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। কারণ ডাঃ হ্যালক (Dr. Hallock), আমেরিকায় যিনি মঠে থাকিতেন, বহুবার বলিয়াছিলেন যে আমেরিকার কোবিদ দ্বারা নিজব্যয়ে সমস্ত খণ্ডগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবেন। তদনুযায়ী নিবেদিতাকে (Miss Margaret Noble) জানান। কিন্তু নিবেদিতা ফ্রোয়েম গ্রামে গুডউইনের মার ও দুই ভগ্নীর কোনও সংবাদ পাইলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা অন্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। নিবেদিতা বর্তমান লেখককে বলিলেন, "They left the place without any address". এইরূপে স্বামিজীর অনেক লেকচার ও কথাবার্তা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩·৫০	ন. প.
২।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)	৩·২৫	”
৩।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ)	২·৭৫	”
৪।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২৲	
৫।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩৲	
৬।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সংস্করণ)	·৫০	”
৭।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	·৫০	”
৮।	দীন মহারাজ	·৫০	”
৯।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	১৲	
১০।	সাধুচতুষ্টয় (২য় সংস্করণ)	১·২৫	”
১১।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	·২৫	”
১২।	ব্রজধাম দর্শন	১·৫০	”
১৩।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১৲	
১৪।	বদরীনারায়ণের পথে	২·২৫	”
১৫।	পাশুপাত অস্ত্রলাভ	৫৲	
১৬।	মায়াবতীর পথে	১৲	
১৭।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১·৫০	”
১৮।	সঙ্গীতের রূপ	১·৫০	”
২৯।	নৃত্যকলা	১৲	
২০।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	·৭৫	”
২১।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	২৲	
২২।	বাংলাভাষার প্রধাবন	২৲	
২৩।	খেলাধূলা ও পল্লীসংস্কার (২য় সংস্করণ)	·২৫	”
২৪।	ঐ (নেপালী অনুবাদ)	·১২	”

Religion, Philosophy, Psychology

1.	Natural Religion	1·0 N.P.
2.	Energy	1·0 „
3.	Mind	1·0 „
4.	Mentation	2·0 „
5.	Reflections on Woman	1·25 „

PRESENTED

Art & Architecture

6.	Principles of Architecture	2·50 „

Social Sciences

7.	Lectures on Status of Toilers	2·0 „
8.	Homocentric Civilization	1·50 „
9.	Lectures on Education	1·25 „
10.	Federated Asia	4·50 „
11.	National Wealth	5·50 „
12.	Nation	2·0 „
13.	New Asia	1·0 „
14.	Rights of Mankind	·50 „
15.	Temples and Religious Endowments	·50 „

Literary Criticism

16.	Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra (2nd. Edition)	1·0 „

Books in the Press

1. Cosmic Evolution
2. Formation of Earth

Other Publications :

Dialectics of Land-Economics of India	6·50 „

By

Dr. Bhupendranath Datta

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ...	২·৫০ ন. প.

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক

[illegible]

ড০ গোবিন্দ সরকার

PRESENTED

LIBRARY
No..........
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS